সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 34
25 - 31 OCTOBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩৪
১০ কার্তিক ১৪৩১
২১ রবিউসানি ১৪৪৬হি.

শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র প্রশ্নে নতুন বিতর্ক

রাষ্ট্রপতি নজরবন্দি

“গতিবিধি অনুসরণে বসানো হয়েছে বিশেষ ক্যামেরা। কোথায় টেলিফোন করছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন, নজরে রাখা হচ্ছে। সংকোচন করা হয়েছে লাল টেলিফোনটির ব্যবহার”

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪: মহা সংকটে পড়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এখন কী করবেন, নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। তার পদত্যাগ ও অপসারণ প্রশ্নে সারা দেশ এখন উত্তপ্ত। তার পদচ্যুতি চেয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। খোদ বঙ্গভবনের সামনেও বিক্ষোভ থেকে তার পদত্যাগের জোরালো দাবি উঠেছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে বিজিবির দুই প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, কার্যত তিনি নজরবন্দি অবস্থায় রয়েছেন।

সূত্র জানিয়েছে, বঙ্গভবনের বাইরে কী ঘটছে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর রাখছেন। এর জন্য বিশ্বস্ত দুয়েকজনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন তিনি। তবে মঙ্গলবার থেকে রাষ্ট্রপতির দিকে কঠোর নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে তিনি কোথায় টেলিফোন করছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন তা নজরে রাখা হচ্ছে। তার লাল টেলিফোনটির ব্যবহার ক্ষেত্রে সংকোচন করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

জানা গেছে, বঙ্গভবনে যারা বিভিন্ন পদে চাকরি করছেন তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে। এমনকি তার প্রেস সচিবের টেলিফোনও নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির স্ত্রী রেবেকা সুলতানা একসময় সরকারি আমলা ছিলেন। সেই সুবাদে সরকারি অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। তবে এখন তারও যোগাযোগের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সিসি ক্যামেরা থাকলেও তার ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

হত্যা, নির্যাতন, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানা অপরাধ

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

Tesco Pure Sunflower Oil 5L Clubcard Price £5.50 (11p/100ml), regular price £8.50 (17p/100ml). Laila Basmati Rice 10kg Clubcard Price £12.50 (£1.25/kg), regular price £19.75 (£1.98/kg). Aashirvaad Whole Wheat Flour 5kg Clubcard Price £6.50 (£1.30/kg), regular price £12 (£2.40/kg). Offers end 03/11. Clubcard/app required. Available in selected larger stores. Excludes Express, Whoosh, Isle of Man, and Northern Ireland.

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

দ্বিতীয় বিয়ে করায় স্ত্রীর হাতে ইমাম খুন

খাটের নিচ থেকে লাশ উদ্ধার, স্ত্রী আটক

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : সিলেটের গোলাপগঞ্জে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। গত ১৯ অক্টোবর শনিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হিলালপুর এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। ওই বাসার একটি কক্ষের খাটের নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রুহুল আমিন (৩৭) সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার ডৌবাড়ি ইউনিয়নের লামা ডেমি গ্রামের শহীদুর রহমানের -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

সাবেক মন্ত্রী নাহিদের কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

-- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

শীতকালীন জরুরি তহবিল ঘোষণা করলেন মেয়র

প্রায় ৫০০০ পেনশনার পাবেন জনপ্রতি ১৭৫ পাউন্ড

টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রায় ৫ হাজার পেনশনার- যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ডিং কর্তনের কারণে উইন্টার ফুয়েল পেমেন্ট অর্থাৎ শীতকালীন জ্বালানি সহায়তা পাবেন না-তাঁরা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন একটি অনুদানের জন্য যোগ্য হবেন।

৪,৬৯৬ পেনশনারকে ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন জ্বালানি ভাতা হিসেবে ব্যক্তিপ্রতি ১৭৫ পাউন্ড করে প্রদান করা হবে। কাউন্সিল এই তহবিলের জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড সংরক্ষিত করেছে।

২৩ অক্টোবর বুধবার রাতে অনুষ্ঠিত টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের কেবিনেট মিটিংয়ে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান শীতকালীন জরুরি তহবিল গঠনের ঘোষণা করেন, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শীতকালীন জ্বালানি ভাতা পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পেনশনধারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার শীতকালীন জ্বালানী ভাতাকে আয়ের ভিত্তিতে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

‘হাসিনা আর রাজনীতি করার জন্য দেশে ফিরতে পারবেন না’

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘আর রাজনীতি করার জন্য দেশে ফিরতে পারবেন না’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেছেন, ‘শেখ হাসিনা দেশে থাকা সমর্থকদের সরকারবিরোধী আন্দোলন করার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। আমি তাদের বলতে চাই শেখ হাসিনা বাংলাদেশে রাজনীতি করার জন্য আর ফিরতে পারবেন না; শুধুমাত্র ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড়ানোর জন্যই ফিরবেন।’

রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যত পুলিশ মারা গিয়েছে এর দায় শেখ হাসিনার।

তিনি বলেন, ‘আমরা শেখ হাসিনাকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তা না করে দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার ওপর স্নাইপার দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে।’

‘৫ আগস্ট শেখ হাসিনা তার সব নেতাকর্মী এবং পুলিশ বাহিনীকে মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়ে কাউকে না জানিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান। শেখ হাসিনার এ সিদ্ধান্তের কারণে সেদিন অনেক পুলিশ সদস্য মারা যায়। এ আন্দোলনে যত পুলিশ মারা গিয়েছে এর দায় শেখ হাসিনার,’ বলেন তথ্য উপদেষ্টা।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘আমি টাইম ম্যাগাজিনকে বলেছিলাম শেখ হাসিনা একজন সাইকোপ্যাথ ও রক্তচোষা, তাই প্রমাণিত হলো। আমরা প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই একটা আন্দোলন করছিলাম। সর্বপ্রথম সরকারের পেটোয়া বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ করে। আমরা বারবার আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার কথা বলেছি, কিন্তু তারা আমাদের বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়েছে। আপনারা দেখেছেন কীভাবে আমাদের গুম করা হয়েছে এবং তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘যারা এখনো পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের উস্কানিতে জনজীবন দুর্বিষহ করার চেষ্টা করছেন তাদের সাবধান করে দিতে চাই।’

ভারতের ত্রিপুরায় জড়ো হচ্ছে আ.লীগ নেতাকর্মীরা

প্রবাসী সরকার গঠনের পাঁয়তারা

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : কুমিল্লা সীমান্তের ওপারে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জড়ো হচ্ছেন আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাকর্মীরা। সেখানে বসে দেশবিরোধী চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা। ফ্যাসিস্টদের এ ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত ছাত্র-জনতা। যেকোনো মূল্যে আওয়ামী চক্রান্ত রুখে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় সমন্বয়কদের। রোববার দুপুরে কুমিল্লার সমন্বয়ক রুবেল হোসাইন ও আবু রায়হান এসব তথ্য জানান। এদিকে ভারতে বসে প্রবাসী সরকার গঠনের নানা তথ্য-উপাত্ত পেয়ে এর প্রতিবাদে শনিবার রাতে কুমিল্লা নগরীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মশাল মিছিল হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক সমন্বয়ক জানান, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দলের বহু নেতাকর্মী চোরাপথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে তারা জড়ো হয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বিশেষ করে কুমিল্লা সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী জড়ো হয়েছে। তারা সেখানে শেখ হাসিনাকে এনে একটা

প্রবাসী সরকার গঠনের পাঁয়তারা করছে। সম্প্রতি এসব খবর দেশে ছড়িয়ে পড়লে সোচ্চার হয়ে ওঠে ছাত্র-জনতা। যে কোনো মূল্যে আওয়ামী লীগের চক্রান্ত রুখে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সমন্বয়করা।

কুমিল্লার সমন্বয়ক রুবেল হোসাইন বলেন, কুমিল্লার সাবেক এমপি সন্ত্রাস-চাঁদাবাজের গডফাদার বাহাউদ্দিন বাহার ও তার মেয়ে সাবেক মেয়র তাহসিন বাহার সূচনা দেশ থেকে পালিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করছে। বাবা-মেয়ে মিলে সেখানে পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের একত্রিত করার চেষ্টা করছে। তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পলাতক বেশ কিছু কেন্দ্রীয় নেতাও রয়েছে। তারা সেখানে বসে দেশবিরোধী চক্রান্ত করছে। একটা প্রবাসী সরকার গঠনের পাঁয়তারা করছে। মূলত তারা দেশকে অস্থিতিশীল এবং দেশের জনসাধারণের ক্ষতি করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আমরা তাদের এসব চক্রান্তের খবর পেয়েছি। যে কোনো মূল্যে দেশবিরোধী এ চক্রান্ত রুখে দেওয়া হবে। ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কোনোভাবেই ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হবে না।

সাবেক মন্ত্রী-এমপি ব্যবসায়ীসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা, ২২ অক্টোবর : সাবেক মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, ব্যবসায়ী, আমলাসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। সোমবার দুদকের ৯টি পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আস সামছ জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের বিষয়ে শুনানি করেন দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর এবং দুদকের আইনজীবী মীর মোশাররফ আলী সালাম।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর : মহীউদ্দীন খান আলমগীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এর আগে দুদকের উপপরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, মহীউদ্দীন খান আলমগীর মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সাবেক দ্য ফারমার্স ব্যাংক লি. (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক লি.) জামালপুরের বকশীগঞ্জ শাখা থেকে ৮ কোটি ৮৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

সাবেক এমপি সাদেক ও আশরাফ এবং তাদের স্ত্রী : সাবেক সংসদ-সদস্য মো. সাদেক খান ও তার স্ত্রী ফেরদৌসী খান এবং সাবেক সংসদ-সদস্য আনোয়ারুল আশরাফ খান ও স্ত্রী আফরোজ সুলতানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের উপপরিচালক ওমর ফারুক ও উপপরিচালক রেজাউল করিম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে পৃথক আবেদন করেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত আদেশ দেন।

সাদেক খানের আবেদনে বলা হয়েছে, সাদেক খানের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ভূমিদস্যুতাসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির

মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়। তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে ও স্ত্রীর নামে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে জানা যায়।

আশরাফের আবেদনে বলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগটি তিন সদস্যের টিমের কাছে অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। আশরাফ খান তার অবৈধ আয়ে নিজ এলাকায় আনুমানিক ৫১ লাখ টাকার কৃষিজমি, প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ টাকার ফ্ল্যাট, প্লট, ভাটারা থানার জোয়ারসাহারা মৌজায় প্রায় ৪৮ লাখ টাকার ফ্ল্যাট এবং রাজউকের উত্তরা ৩য় প্রকল্পের প্রায় ৩২ লাখ টাকার প্লট এবং তার স্ত্রী আফরোজা সুলতানার নামে বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক কোটি টাকার প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন বলে জানা যায়।

স্ত্রী-ছেলেসহ মতিউরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা : ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমান, তার স্ত্রী লায়লা কানিজ ও ছেলে আহমেদ তৌফিকুর রহমান অর্ণবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদক উপপরিচালক আনোয়ার হোসেন ফের তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, মতিউর রহমান, তার স্ত্রী লায়লা কামিজ ও ছেলে তৌফিকুর রহমান অর্ণব কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পদবিবরণী যাচাইয়ের জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। মো. মতিউর রহমান ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা দেশত্যাগ করার চেষ্টা করছেন। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিদেশ গমন রহিত করার জন্য পুনরায় আদেশ প্রদান করা আবশ্যক।

সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান ও ভাই-ভাতিজা : সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান, তার ভাই শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও ভাতিজি শামীমা সুলতানা হৃদয়ের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ আদেশ দেন। আবেদনটি করেন দুদকের পরিচালক আব্দুল মাজেদ। আবেদনে বলা হয়, বিগত সরকারের সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার এমপিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অকল্পনীয় অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও তার ঘনিষ্ঠজন দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

মানহানির মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : পাঁচ বছর আগে আওয়ামী লীগ নিয়ে মানহানির অভিযোগে করা মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিব এই আদেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে এই মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকেও খালাস দেয়া হয়েছে। তারেক রহমানের আইনজীবী জয়নাল আবেদীন মেজবাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে দীর্ঘদিন কোনো সাক্ষী না আসায় আসামিপক্ষ মামলাটি নিষপত্তির জন্য আবেদন করেন। পরে শুনানি শেষে আদালত ২৪৭ ধারায় তাদের মামলা থেকে খালাস দেন। এর আগে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিক বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে যে হুঁশিয়ারি দিলেন হাসনাত-সারজিস

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর : বুধ এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যেই নতুন রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও

কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলম। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থানকালে তারা গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করব যাকে নিয়ে কোনো বিতর্ক বা প্রশ্ন উঠবে না। যেমন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠেনি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কে আসবে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যেই নতুন রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা দেখেছি ফ্যাসিস্টদের দোসররা ইতোমধ্যেই দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে। আমরা যদি তাদের ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যায় তাহলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। তারা সুযোগ পেলে আবার রাজপথে এসে ষড়যন্ত্র শুরু করতে পারে।

সারজিস আলম বলেন, একটি যুদ্ধে কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা গতকাল ফ্যাস্টিটের দোসর রাষ্ট্রপতির যে কথাটি শুনেছিলাম, তাতে আমাদের রক্ত টগবগিয়ে মাথায় উঠে যায়। এই রক্তের ক্ষত এখনো ভাসছে। আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনই তার পদত্যাগ করিয়ে ফেলি তাহলে রাষ্ট্রের বড় ক্ষতি হতে পারে।

কুলাউড়ায় সাবেক সচিবের ফার্ম থেকে কেয়ারটেকারের লাশ উদ্ধার

সিলেট, ২২ অক্টোবর : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সাবেক এক সচিবের ফার্ম থেকে বীরেন্দ্র মালাকার সুকু (৪০) নামের এক কেয়ারটেকারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকার বাসিন্দা সাবেক সচিব মিকাইল শিপারের মালিকানাধীন ফার্ম থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে, এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। সুকু ওই এলাকার মৃত ধীরেন্দ্র মালাকারের ছেলে।

জানা গেছে, মিকাইল শিপারের বাগানবাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন সুকু। গতকাল সকালে ফার্মের টিনের ঘরের ভিতরের একটি কাঠের তীরের সঙ্গে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করে। কুলাউড়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা এখনো বলা যাচ্ছে না।

গত সরকারের বেপরোয়া বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ

সাড়ে ১২ লাখ কোটি টাকার দায় ভোক্তার কাঁধে

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি গত জুন পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৭৯ কোটি ডলার বা ১২ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। বিগত সরকার এসব ঋণ জনগণ বা ভোক্তার কাঁধে চাপিয়ে গেছে। যা পরিশোধ করতে হবে বর্তমান ও পরবর্তী সরকারগুলোকে। চড়া সুদে নেওয়া বৈদেশিক ঋণের একটি অংশ লুটপাট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। উন্নয়নের নামে নেওয়া এসব বৈদেশিক ঋণ এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে দেশের রিজার্ভের ওপর বড় ধরনের চাপ পড়ছে। রিজার্ভ কমায় ডলারের দাম বেড়ে গেছে। এতে আমদানি পণ্যসহ সব পণ্যের দাম বেড়েছে লাগামহীন গতিতে। ফলে বেড়েছে মূল্যস্ফীতির হার। এতে ভোক্তার আয়ের একটি অংশ চলে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির পেটে। সরকারের নেওয়া বৈদেশিক ঋণের চাপ পড়েছে ভোক্তার কাঁধে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসে ২০০৯ সালের শুরুর দিকে। টানা সাড়ে ১৫ বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থেকে গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই সময়ে সরকার উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বেপরোয়া গতিতে সরকারি-বেসরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে। আগে বৈদেশিক ঋণ

নেওয়া কঠিন ছিল। বিগত সরকার এই ঋণের নীতিমালা শিথিল করে। বৈদেশিক ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয় তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড বা বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে। ফলে কোনো ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছাড়াই বেপরোয়া গতিতে বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়েছে। যে কারণে বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে ঝুঁকি বেড়েছে। এতে রিজার্ভ কমেছে, ডলারের দাম বেড়েছে। যা দেশের অর্থনীতিকে প্রবল সংকটে ফেলেছে। পণ্যমূল্য বেড়ে গিয়ে এর সরাসরি চাপ পড়েছে ভোক্তার ওপর। ডলার সংকটে আমদানি বাধাগ্রস্ত হয়ে শিল্পের বিকাশে বিঘ্ন ঘটেছে। এতে নতুন কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ২ হাজার ২৭৯ কোটি ডলার। গত ৩০ জুন পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৭৯ কোটি ডলারে। স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ (প্রতি ডলারের দাম ১২০ টাকা হিসাবে) ১২ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা বা সাড়ে ১২ লাখ কোটি টাকা। ওই সাড়ে ১৫ বছরে সরকার নতুন ঋণ নিয়েছে ৮ হাজার ১০০ কোটি ডলার। বৃদ্ধির হার ৩৫৫ দশমিক ৪২ শতাংশ।

বিগত সরকার ২০০৯ সাল থেকে ঋণ গ্রহণ শুরু করে। ২০২২ সালে এসে পরিশোধের মাত্রা বেড়ে যায়। ওই সময়ে বৈশ্বিক মন্দা দেখা দিলে আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়ে ডলারের সংকট দেখা দেয়। তখন রিজার্ভ থেকে ডলারের জোগান দিয়ে আমদানি ব্যয় মেটানো হয়। এতে রিজার্ভ কমতে থাকে। বাড়তে থাকে ডলারের দাম। সরকারের সময় ডলারের দাম সর্বোচ্চ ১৩২ টাকায় উঠেছিল। এখন কমে ১২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সাকিব ইস্যুতে মিরপুর রণক্ষেত্র

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : লস অ্যানজেলেস থেকে দুবাই চলে এলেন সাকিব আল হাসান। দেশের মাটিতে টেস্ট ক্যারিয়ারের ইতি টানার স্বপ্ন পূরণ হওয়া যেন সময়ের ব্যাপার। কিন্তু হলো না, দেশ থেকে বার্তা দেয়া হলো তাকে নিরাপত্তা দেয়া যাবে না। দেশে এলে তার দায়িত্ব নেবে না সরকার। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের জন্য এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। গেল বুধ ও বৃহস্পতিবার ক্ষণে ক্ষণে হলো নাটক। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা সংকটের কারণে তিনি নিজেই দেশে না আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সামনে বৃহস্পতিবার অবস্থান নিয়েছিলেন সাকিব-বিরোধীরা। তারা সেখানে বিক্ষোভ করেন। জানিয়ে দেন সাকিব দেশে ফিরলে প্রতিহত করা হবে। এরপরই সাকিবের ভক্তরা ঘোষণা দিলেন লং মার্চের। গতকাল মিরপুর স্টেডিয়ামের সামনে এসে তারা অবস্থান নিলেন। কিন্তু সেখানে বিপত্তি, তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে আক্রমণ করেন কে বা কারা। তাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই। তারা পালন করলেন রহস্যময় নীরব ভূমিকা। তাতেই গতকাল মিরপুর স্টেডিয়াম এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। সারা দিন মাঠের ভেতরে অনুশীলন করে গেল বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দল। প্রথম টেস্টে সাকিবের খেলা হচ্ছে না কিন্তু এই ঘটনাতে না থেকেই যেন থাকলেন সাকিব! এমনকি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সংবাদ সম্মেলনে যতটা না ম্যাচ নিয়ে আলোচনা তার চেয়ে বেশি সাকিব নিয়ে প্রশ্ন। অধিনায়ক নিজেও জানালেন সাকিবের এই ভাবে বাদ পড়া দুঃখজনক। তিনি বলেন, 'অবশ্যই পরিকল্পনা ছিল আমাদের। বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়

সাকিব। শুধু বাংলাদেশ বলবো না। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যেকোনো কারণেই হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, প্রত্যেকটা খেলোয়াড় মনে করে এটা পেন্ডিং থেকেই গেল।'

সাকিবের শেষ ইচ্ছা ছিল তিনি দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট খেলে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন। অনেক নাটকীয়তার পর তাকে রেখে স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। দেশের বিমানও ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায় দেশের ক্রিকেট সমর্থকগোষ্ঠীর একটি অংশ। ওই পরিস্থিতিতে সবুজ সংকেত না পেয়ে দুবাই থেকে ফিরে যান বাংলাদেশের বাঁহাতি অলরাউন্ডার। তাকে বাদ দিতে বাধ্য হন নির্বাচকরা। পরদিন সাকিবকে ফেরানোর দাবিতে মিরপুরে স্টেডিয়ামের সামনে বিক্ষোভ করেন তার সমর্থকগোষ্ঠী।

গতকাল দুপুরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে লং মার্চ করার কথা সাকিব ভক্তরা আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। দুপুর ২টার দিকে স্টেডিয়ামের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তারা। সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিলেন না। শ'খানেক লোক মিরপুর স্টেডিয়ামের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করেন। তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে মিছিল করতে থাকেন ও দুই নম্বর গেটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও পুলিশ তাদের যেতে দেয়নি। দুই নম্বর গেট থেকে প্রশিকার মোড় পর্যন্ত ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিলেন আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা সদস্যরা। তাদের দাবি, সাকিব দেশের হয়ে অনেক সম্মান বয়ে এনেছেন। তাকে তাই দেশের মাঠ থেকে বিদায় নেয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

এরপর প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্টেডিয়ামে থাকা সেনাবাহিনী এবং পুলিশ স্টেডিয়ামে অবস্থান করেছিলেন। ফলে শ'খানেক সাকিব ভক্তের জন্য স্টেডিয়ামের প্রধান ফটকের সামনে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। এ সময় হুট করেই অবস্থান কর্মসূচি চলার একপর্যায়ে বাঁশ ও লাঠি নিয়ে কয়েকজন লোক এসে তাদের ওপর হামলা চালায়, তারা লাঠিপেটা করেন। এতে করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় সাকিব ভক্তদের। দু'পক্ষের মারামারির একপর্যায়ে সানি মিয়া নামের এক সাকিব-ভক্ত সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে সানির দাবি, তিনি সাকিবের জন্য এসেছিলেন। বলেন, 'আমি কেবল চেয়েছি সাকিব শেষ ম্যাচটি খেলুক। কিন্তু সাকিববিরোধীরা আমাকে ধাওয়া দেয়। আমি দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করি। তখন আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

সিনিয়র সচিবের মর্যাদা

রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন সাংবাদিক মুশফিক

ঢাকা, ২২ অক্টোবর : সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারীকে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ৩ বছরের জন্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সোমবার (২১শে অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব নিলুফা ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।' তবে কোন দেশে তাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই প্রজ্ঞাপনে। এরইমধ্যে সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারীকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারি এ সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। নেটিজেনরা পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় মুশফিকুল ফজল আনসারীর ধারাবাহিক লড়াইকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা কিংবা বৃটেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো মিশনে মুশফিক আনসারীকে পাঠালেই ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার বেশি উপকৃত হবে বলে মনে করছেন তারা। সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যোগদানের দিন থেকে বিদ্যমান পেশা, ব্যবসা, সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্তে তাকে এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রায় এক দশক নির্বাসিত জীবন শেষে গত ১২ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেন মুশফিকুল ফজল আনসারী। তিনি ওয়াশিংটনভিত্তিক একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও জাতিসংঘের প্রেস ব্রিফিংয়ে

নিয়মিত প্রশ্ন করার জন্য সুপরিচিত আনসারী। তিনি ওয়াশিংটনভিত্তিক ফরেন পলিসি ম্যাগাজিন সাউথ এশিয়া পারস্পেকটিভসের (এসএপি) নির্বাহী সম্পাদক। ঢাকার জাস্টনিউজবিডি'র সম্পাদক ও হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্ট হিসেবে জাতিসংঘ, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও পেন্টাগন কাভার করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান রাইট টু ফ্রিডম- আরটুএফ'র নির্বাহী পরিচালকও। দেড়দশক আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব (২০০১-২০০৬) হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন মুশফিকুল ফজল আনসারী। পরবর্তীতে দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks Certified ProAdvisor Online | FreeAgent | ClearBooks | xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play | Money Transfer
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

শেখ হাসিনাসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ

ঢাকা, ২২ অক্টোবর : ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৬ নেতার গুমের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিল করেছে তাদের পরিবার। সোমবার চিফ প্রসিকিউটর বরাবর অভিযোগটি দাখিল করা হয়। বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ছাত্রশিবিরের আইন সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান ও আইনজীবী আমানুল্লাহ আদিব। ছয়জন নেতাকর্মী হলেন-শাহ মো. ওয়ালিউল্লাহ, মো. মোকাদ্দেস আলী, হাফেজ জাকির হোসেন, মো. জয়নাল আবেদীন, রেজোয়ান হোসাইন ও মু. কামরুজ্জামান।

ছয় নেতার বিষয়ে বলা হয়, ২০১২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগত কাজ শেষে ঢাকা থেকে কুষ্টিয়াগামী হানিফ এন্টারপ্রাইজের গাড়িতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রশিবিরের সাবেক অর্থ সম্পাদক মো. ওয়ালীউল্লাহ এবং ফিকাহ বিভাগের ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক আল মুকাদ্দাস রওয়ানা দেন। যাওয়ার পথে মধ্যরাতে তাদের আশুলিয়ার নবীনগর থেকে র‍্যাবের পোশাক পরিহিত ব্যক্তিরা গ্রেফতার করেন। ওয়ালি উল্লাহর বাড়ি ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায়। মোকাদ্দেসের বাড়ি পিরোজপুর সদর উপজেলায়।

২০১৩ সালের ২ এপ্রিল দিবাগত রাত ৪টায় র‍্যাব পরিচয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঢাকা ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজির ছাত্র শ্যামলী রিং রোডের ১৯/৬ টিক্কাপাড়া বাসা থেকে হাফেজ জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তিনি শিবিরের থানা সভাপতি ছিলেন। তার বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায়।

২০১৭ সালের ১৮ জুন বান্দরবান সদরের লেমুঝিনি গর্জনিয়া মসজিদের কক্ষ থেকে বান্দরবান ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ও শিবিরের থানা সেক্রেটারি মো. জয়নাল আবেদীনকে র‍্যাব পরিচয়ে উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার বাড়ি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়। ২০১৬ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ১২টায় বেনাপোল পোর্টসংলগ্ন দুর্গাপুর বাজার থেকে বেনাপোল পোর্ট থানার এসআই নূর আলমের উপস্থিতিতে র‍্যাব পরিচয়ে গ্রেফতার করা হয় বাগাছড়া ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ও ছাত্রশিবিরের থানা সেক্রেটারি রেজোয়ান হোসাইনকে। তার বাড়ি যশোরের বেনাপোলে।

২০১৭ সালের ৭ মে ঝিনাইদহের সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা ছাত্রশিবিরের কর্মী কামরুজ্জামানকে ঝিনাইদহ সদরের লেবুতলা থেকে ডিবি পরিচয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বাড়ি ঝিনাইদহ সদরে। এদের আর সন্ধান মেলেনি।

উল্লেখিত সব ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ এনে হুমায়ুন কবির নামে এক ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোমবার আন্তর্জাতিক

অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কাছে ওই ব্যবসায়ীর পক্ষে অ্যাডভোকেট আমানুল্লাহ আদিব এ আবেদন দায়ের করেন। এছাড়া আসামির তালিকায় রয়েছেন-সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়াসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পরে হুমায়ূন কবির জানান, ২০১৮ সালের ২৭ অক্টোবর তাকে তুলে নিয়ে ১১ দিন 'আয়না ঘরে' বন্দি করে রাখা হয়। এসময় তাকে ইলেকট্রিক শক, হাত-পা, চোখ বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয়।

ট্রাইব্যুনালে ড. জাহিদের অভিযোগ : গুম করে চারদিন আয়নাঘরে রেখে নির্যাতন করার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর আইনজীবী ড. জাহিদুল হক এ অভিযোগ করেন। অভিযোগে জাহিদুল হক বলেন, আমি আইনে পিএইচডি করা একজন আইনজীবী। বাংলাদেশের সুশাসন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে কথা বলি।

বিশেষ করে দেশে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে লেখালেখি করি। ২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ডিজিএফআই আমাকে দিয়াবাড়ী তুরাগ থেকে হাত ও চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। আমাকে অত্যন্ত নির্মম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে এবং চোখ, হাত বেঁধে রাখে। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত টুপির মতো একটি কাভার দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল আটকে রাখে।

অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়ার পর ডিজিএফআই সদস্য, আওয়ামী লীগ নেতা খসরু চৌধুরী, আইপিডিসি ফাইন্যান্সের এমদাদুল রশিদ, জুয়েল ভূইয়া, শাহিনুজ্জামান, শেখ ফারসাদ, মাজেদ হোসেন, মারুফ হোসেন, জহিরুল হক, এমএম মুশফিকুর রশিদ, শফিকুল ইসলাম ও সহযোগীরা আমাকে ক্রসফায়ার দিয়ে মরদেহ গুম করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

এ সময় আমার মালিকানায় থাকা আশুলিয়ার একটি পাঁচতলা বাড়ি আইপিডির কাছে মর্টগেজ দলিলে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেয় এবং ব্লাঙ্ক নন-জুডিসিয়াল খালি স্ট্যাম্পে ও আইপিডিসির লোগো প্রিন্টটেড কাগজে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। ডিজিএফআই এবং অন্যান্য আসামিরা যোগসাজশ করে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত ও চোখ বাঁধা অবস্থায় ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাকে গুম করে রাখে।

আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করা সব কাগজপত্র ও মর্টগেজ দলিল ব্যবহার করে আইপিডিসির সব আসামি খসরু চৌধুরীর ঢাকা ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক কোটি বিশ লাখ টাকা ট্রান্সফার করে নিয়ে যায়। যার দায়ভার আমার ওপর চাপিয়ে দেয়। ডিজিএফআই বলে এটি আয়না ঘর, এখানে যে একবার আসে মৃত্যু ছাড়া বের হতে পারে না। আমি আমার জীবন বাঁচাতে তাদের কথামতো সব কাগজপত্রে স্বাক্ষর করি। পরবর্তী সময়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি আমাকে কাঞ্চন ব্রিজের কাছে রাত ৮টার দিকে একটি গাড়ি থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় রেখে যায়।

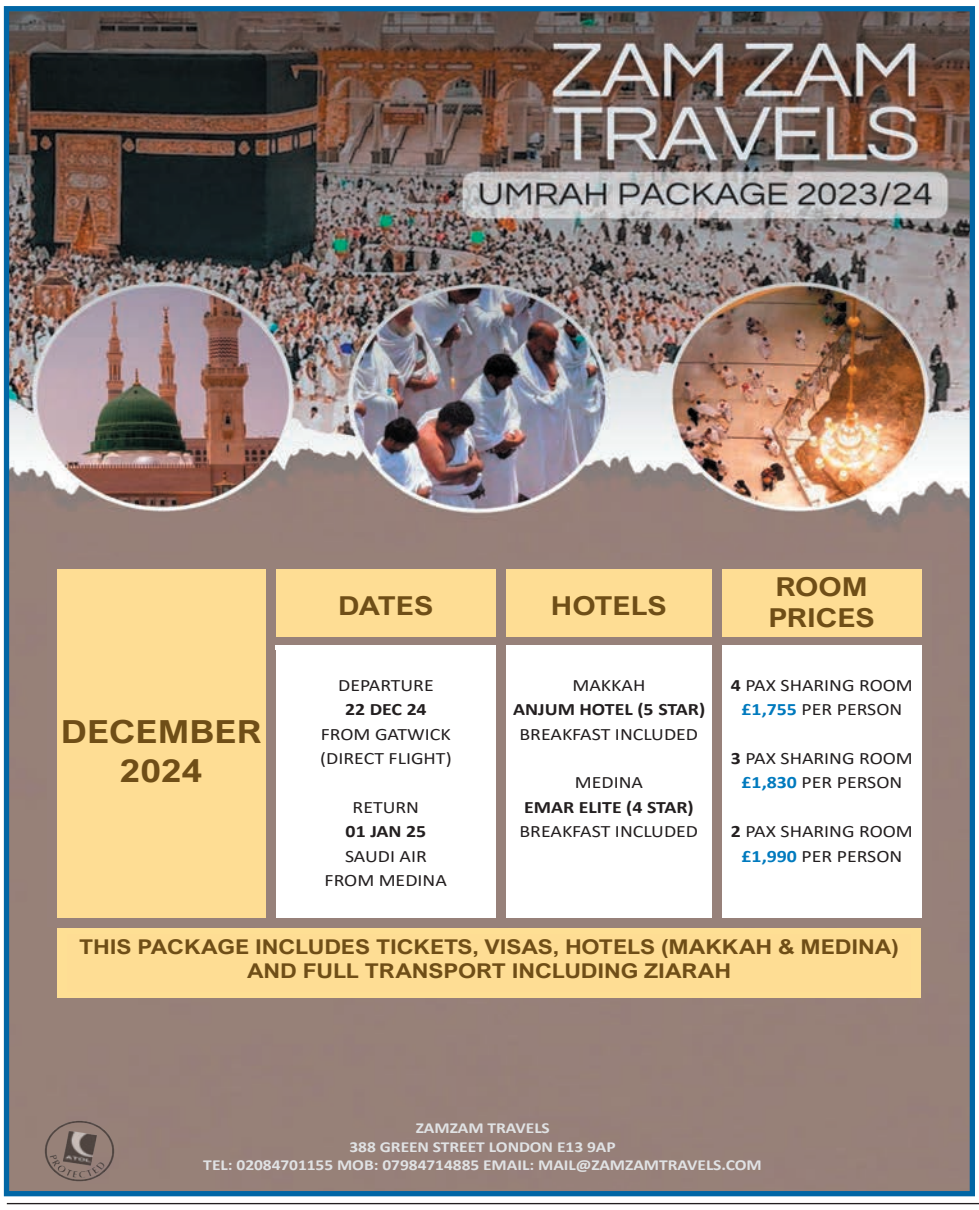

অবিশ্বাস্য জালিয়াতি ফাঁস

পাসপোর্ট পেতে পরিচয় গোপন করেন ডিবি হারুনও

ঢাকা, ২২ অক্টোবর : সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের মতোই পরিচয় আড়াল করে বেসরকারি পাসপোর্ট নিয়েছেন আলোচিত ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশিদ ওরফে 'ডিবি হারুন'। নিয়মানুযায়ী তার অফিশিয়াল পাসপোর্ট পাওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তিনি সাধারণ পাসপোর্ট নেন। জালিয়াতির মাধ্যমে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল অফিস থেকে পাসপোর্ট নেন হারুন।

সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর হারুনের পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসে। এরপর দ্রুততম সময়ে ঘটনার অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে পাসপোর্ট অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে হারুনের পাসপোর্ট আবেদন সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র বিশেষভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নিরূপণের চেষ্টা চলছে। জানা যায়, হারুন অর রশিদ ২০১২ সালে তার পুরোনো পাসপোর্ট বদলে নতুন এমআরপির (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) আবেদন করেন। ১৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার আবেদন জমা করা হয়। এ সময় তিনি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় আড়াল করে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেন। কিন্তু যথাযথ যাচাই ছাড়াই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মাত্র ৩ দিনের মধ্যে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়। ১৯ এপ্রিল তিনি ৫ বছর মেয়াদি সাধারণ পাসপোর্ট (এসি ৫২৩১৪৬৯) হাতে পান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাসপোর্ট কর্মকর্তা বলেন, ২০১২ সালে বিএনপি নেতা জয়নুল আবদীন ফারুককে পেটানোর ঘটনায় হারুনের নাম দেশজুড়ে আলোচনায় উঠে আসে। ঘটনার পরপরই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। পরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসাল অফিস থেকে তিনি সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন জমা দেন। এ সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন করেন। আবেদন ফরমে পেশার ঘরে লেখেন অন্যান্য। অর্থাৎ তিনি সরকারি চাকরিজীবী নন।

সূত্র জানায়, সাবেক হুইপ ফারুককে পেটানোর ঘটনায় তিরস্কার বা শাস্তির বদলে তৎকালীন সরকার হারুনকে পুরস্কৃত করে। এমনকি তাকে পুলিশের বীরত্বসূচক পিপিএম পদক দেওয়া হয়। একপর্যায়ে হারুন অনেকটা বীরের বেশে দেশে ফেরেন। এরপর ২০১২ সালে তিনি নতুন করে ফের অফিশিয়াল পাসপোর্টের আবেদন জমা দেন। ২৯ আগস্ট তার নামে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।

সূত্র বলছে, রহস্যজনক কারণে ২০১৭ সালে ফের তিনি অফিশিয়াল পাসপোর্ট বদলে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেন। তৎকালীন গাজীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) থাকা অবস্থায় তিনি পাসপোর্টের গাজীপুর অফিসে আবেদন জমা দেন। কিন্তু যথাযথ যাচাই ছাড়াই আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়।

অথচ অফিশিয়াল পাসপোর্ট থেকে সাধারণ বা সাধারণ থেকে অফিশিয়াল পাসপোর্টে রূপান্তরে কড়া বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু হারুনের ক্ষেত্রে এসব নিষেধাজ্ঞা তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পাসপোর্ট অধিদপ্তরে সংরক্ষিত হারুনের আবেদন সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, গাজীপুরের পুলিশ সুপার থাকা অবস্থায় ২০১৭ সালের ১৮ জুন আরেক দফা সাধারণ পাসপোর্ট হাতে পান হারুন। যার মেয়াদ ছিল ২০২২ সালের ১৭ জুন পর্যন্ত। কিন্তু রহস্যজনক কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তিনি ফের পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন করেন। ২০২১ সালের ৪ আগস্ট আগারগাঁও বিভাগীয় অফিসে তার আবেদন জমা হয়। এবার তিনি ই-পাসপোর্টের আবেদন করেন। সূত্র জানায়, সাধারণ পাসপোর্ট প্রত্যাশী হিসাবে হারুনের আবেদনের সঙ্গে ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার একেএম হাফিজ আক্তার স্বাক্ষরিত একটি অনাপত্তিপত্র জমা দেওয়া হয়। পরে অনাপত্তিপত্র যাচাই করে তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। এ কারণে হারুনের পাসপোর্ট আটকানো হয়নি। ১৭ আগস্ট তাকে নতুন করে ই-পাসপোর্ট দেওয়া হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানার জন্য পাসপোর্ট অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কেউ নাম প্রকাশ করে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে হারুনের পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেন, সরকারি চাকরিজীবী হলেও যে কেউ সাধারণ পাসপোর্ট নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আইন রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হয়। হারুনও সাধারণ পাসপোর্টের আবেদনের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর অনাপত্তিপত্র দাখিল করেন। তাই আইনগতভাবে তার আবেদন আটকে রাখার কোনো সুযোগ ছিল না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাবেক একজন মহাপরিচালক বলেন, হরুন যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেন, তখনই বিষয়টি গভীরভাবে যাচাই করা উচিত ছিল। এছাড়া পরে তিনি যখন গাজীপুর থেকে তথ্য গোপন করে পাসপোর্ট নেন, তখনও বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা যেত। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংশ্লিষ্টরা বিষয়গুলো চেপে গেছেন। এ কারণে হারুনের জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত পাসপোর্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও শনাক্ত করা প্রয়োজন। সরকার পতনের পর থেকেই পুলিশ কর্মকর্তা হারুন আত্মগোপনে রয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকবার অজ্ঞাত স্থান থেকে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিলেও তার মোবাইল ফোন নম্বর অদ্যাবধি বন্ধ। এমনকি ফেসবুকেও তাকে আর সক্রিয় দেখা যাচ্ছে না। পাসপোর্ট আবেদনে জরুরি যোগাযোগের জন্য হারুনের স্ত্রী শিরিন আক্তারের নাম, নম্বর ও কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে হারুনের বক্তব্য জানার জন্য তার স্ত্রীর নম্বরে কল করা হলে সেটিও বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, বিদেশ যাতায়াতে সুবিধার জন্য সরকারি চাকরিজীবী হয়েও অনেকে পরিচয় গোপন করে সাধারণ পাসপোর্ট নিয়ে থাকেন। কারণ, অফিশিয়াল পাসপোর্টে বিদেশ যেতে সরকারি চাকরিজীবীদের দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। বিদেশ ভ্রমণের আগে তাদের জন্য সরকারের পূর্বানুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এছাড়া ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময়ও অফিশিয়াল পাসপোর্টধারীদের বিশেষ পুলিশি যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সাধারণ পাসপোর্টধারীদের ক্ষেত্রে এসব ঝামেলার কোনো বালাই নেই। সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসা থাকলেই সাধারণ পাসপোর্টধারীরা অনেকটা বাধাহীনভাবে বিদেশ যাতায়াত করতে পারেন।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

আদালতে অঝোরে কাঁদলেন ব্যারিস্টার সুমন

৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঢাকা প্রতিনিধি, ২৬ অক্টোবর ২০২৪: যুবদল নেতা ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজ রেস্তোরাঁর সহকারী বাবুর্চি হৃদয় মিয়াকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মিরপুর মডেল থানায় দায়ের করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের ৫ দিনের রিমান্ড আদেশ দিয়েছেন আদালত। এদিন আদালতে অঝোরে কান্না করেন ব্যারিস্টার সুমন। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজার (সিএমএম) আদালত শুনানি শেষে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকীর উদ্দেশে কথা বলতে চান সুমন। তবে ওমর ফারুক তাকে এড়িয়ে যান। এ সময় সুমন বলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাদা করে কিছু বলব না স্যার। আপনার মাধ্যমে সব আইনজীবীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি খুব সরি স্যার।'

এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোঃ আব্দুল হালিম আদালতে সুমনের ১০ রিমান্ড আবেদন করেন।

এ সময় আসামির রিমান্ড বাতিল পূর্বক জামিন চেয়ে শুনানি করেন তার পক্ষের আইনজীবী মোর্শেদ হোসেন শাহীন। তিনি বলেন, ব্যারিস্টার সুমন একজন মেধাবী আইনজীবী। আইন পেশার পাশাপাশি তিনি একজন সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী জামিন আবেদনের ঘোর বিরোধিতা করে আসামির সর্বোচ্চ রিমান্ড প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, ব্যারিস্টার সুমন জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বারংবার প্রতারণা করেছেন। লোক দেখানো সমাজসেবার আড়ালে তিনি সবসময় ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন।

জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই হৃদয় মিয়া জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০নং হাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি। এ ঘটনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। ব্যারিস্টার সুমন এ মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

আ.লীগ আমলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন হেফাজত কর্মীরা

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর : যশোরে সম্মেলনে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতের পর 'আওয়ামী জাহেলিয়াত' স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আওয়ামী লীগ আমলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন হেফাজতের কর্মীরা। শাপলা চত্বরে অসংখ্য নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়। গ্রেফতার করা হয় ১ হাজার ৪শ' নেতাকর্মীকে। ভারতের তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে হেফাজত নেতাকর্মীদের ওপর এ নির্যাতন চালানো হয়।

মাওলানা মামুনুল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যশোর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে 'শানে রেসালাত সম্মেলনে' প্রধান বক্তার বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

হেফাজতে ইসলাম যশোর জেলা শাখা এ শানে রেসালাত সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সংগঠনটির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে বিপুল জনসমাগমের কারণে পাশের মুজিব সড়ক, মাওলানা মোহাম্মদ আলী সড়ক, আদালত ও পৌরসভা সড়ক বন্ধ হয়ে যায়।

সম্মেলনে মাওলানা মামুনুল হক বলেন, বাংলাদেশকে ইসলামশূন্য করতে নানা ষড়যন্ত্র চলেছে। এই দেশে 'বাহাত্তরের চেতনাকে' 'একাত্তরের চেতনা' হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ঠিক একই কায়দায় নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র চলছে।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের অভূতপূর্ব ঐক্য বিনষ্ট করতে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের শত্রুরা বিদেশের মাটিতে বসে আবার ষড়যন্ত্র করছে। এ ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে।

প্রধান বক্তা আরও বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেমন নস্যাৎ করা হয়েছিল ঠিক একই কায়দায় জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জন শুধু নয় মাসের লড়াইয়ে হয়নি। স্বাধীন দেশ অর্জন করতে আমাদের যুগ যুগ ধরে লড়াই করতে হয়েছে। তিন তিনটি আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। প্রথম লড়াই ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, এরপর ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের বিরুদ্ধে এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এসব লড়াইয়ে এদেশের অসংখ্য আলেম রক্ত দিয়েছে। অথচ এই স্বাধীনতার চেতনাকে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার নানাভাবে বিকৃত করেছে।

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের নাস্তিকতাবাদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে হেফাজত মোকাবেলা করবে, কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

সংগঠনের যশোর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আনোয়ারুল করীম যশোরীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা সাজিদুর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা নাজমুল ইসলাম কাসেমী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী এবং কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা মুশতাক আহমেদ, মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন।

আরও বক্তব্য রাখেন- হেফাজতে ইসলাম কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ, খুলনা জেলা সভাপতি মুফতি গোলামুর রহমান, মাগুরা জেলা সভাপতি কাজী জাবেদ বিন মুহসীন তাজাল্লা, ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি মাওলানা ওসমাস গনি, মুফতি আরিফ বিল্লাহ, যশোর জেলা শাখার উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মান্নান, মুফতি মুজিবুর রহমান, হাফেজ মাওলানা বেলায়েত হোসেন, মাওলানা হামিদুল ইসলাম, মাওলানা নাজির উদ্দীন, মুফতি শামসুর রহমান, মুফতি হাফিজুর রহমান, মাওলানা মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ।

জৈন্তায় সাবেক মন্ত্রী ইমরান আহমদের 'জমিদারি' শাসন

সিলেট, ২২ অক্টোবর : এক সময় জৈন্তা রাজ্য ছিল। ১৭ পরগনার অধিভুক্ত এলাকা। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশরা শাসন করার একশ' বছর পর জৈন্তা রাজ্য স্বাধীন করতে পেরেছিল। তবে; আগের পরগনা প্রথা এখনো চালু আছে। জৈন্তার ১৭ পরগনা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি সালিশ কমিটি। জৈন্তা রাজ্য বলতে জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জের একাংশ ছিল। দেশ স্বাধীনের পর সেই সীমানা বিভক্ত হয়। এখন জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ নিয়ে গঠিত সিলেট-৪ আসন। এই আসনের ৬ বারের এমপি ইমরান আহমদ। পূর্বের জৈন্তা রাজ্যের এখন দুই তৃতীয়াংশ এলাকার এমপি ছিলেন তিনি। ৮৬' থেকে এ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়ে আসছেন ইমরান আহমদ। ৬ বারের এমপি হওয়ায় এ আসনের 'অঘোষিত রাজা' ছিলেন তিনি। বিএনপিতে প্রার্থীরা এসেছেন, চলেও গেছেন কিন্তু ইমরান আহমদ তার অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা জানিয়েছেন, সিলেট-৪ তার বিকল্প হিসেবে আওয়ামী লীগের ভেতরে কাউকেই তিনি গড়ে উঠতে দেননি। নানাভাবে দমিয়ে রেখেছেন। ফলে নৌকার টিকিট সব সময়ই তিনি পেতেন। পতিত শেখ হাসিনার পারিবারিক ঘনিষ্ঠজন ছিলেন ইমরান আহমদ। ধানমণ্ডির ৩২-এ পাশের বাসা ছিল তার শশুরবাড়ি। সেই সূত্র ধরে ইমরান নিজ এলাকায় আওয়ামী লীগের একক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভোটে প্রার্থী হলেও ইমরান আহমদ সব সময় এ আসনের মানুষদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে চলতেন। মানুষদের দেখলে কখনো গাড়ি থেকে নামতেন, আবার কখনো নামতেন না। হাত মেলাতেন লোক দেখে দেখে। জমিদারি জমিদারি ভাব নিয়ে চলতেন তিনি। কিন্তু তার এই স্বভাব পরিবর্তন হয়েছিল দুই হাজার সালের পূর্বে যখন এ আসনে বিএনপি'র নেতা হয়ে মাঠে নেমেছিলেন দিলদার হোসেন সেলিম। প্রয়াত এ নেতা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলায় তখন কিছুটা সামাজিক হতে শুরু করেন ইমরান আহমদ। বাড়ি জৈন্তাপুরের শ্রীপুর পাথর কোয়ারির তীরে। ফলে এই কোয়ারিতে তার ঘনিষ্ঠজনেরাই এক দুই তিন দশক ধরে লুটপাট চালাচ্ছেন। আর কোয়ারির পাথর লুটের বেশির ভাগ টাকাই গেছে ইমরান আহমদের পকেটে। আওয়ামী লীগ সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর তিনি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। মন্ত্রী থাকার সময় ২৪ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইমরান আহমদসহ ১০৩ জনের বিরুদ্ধে ২৪ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে রাজধানীর পলটন থানায় একটি মামলা হয়েছে। ট্রাভেল ব্যবসায়ী আলতাব খান বাদী হয়ে এ মামলা করেন। সেই মামলায় রোববার রাতে ঢাকায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় গ্রেপ্তার

হয়েছেন ইমরান আহমদ। ৫ই আগস্টের পর এলাকার সংঘটিত হওয়া একাধিক ঘটনায় তাকে আসামি করা হয়েছে। এসব মামলায়ও তিনি ছিলেন ফেরারি আসামি। এদিকে ইমরান আহমদ গত সংসদ নির্বাচনের আগে হলফনামায় যে সম্পদের বিবরণী দিয়েছিলেন সেখানেও দেখা গেছে তার সম্পদ ২০০৮ সালের হলফনামায় দেয়া বিবরণের প্রায় ৭০ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। ২০১৮ সালে তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৫২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৯৭ টাকা এবং পরের নির্বাচন অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি ৭৬ লাখ ৩৫ হাজার ৭১৯ টাকা। কিন্তু হলফনামায় দেয়া তথ্যের সঙ্গে অনেক গড়মিল রয়েছে। নিজ এলাকা এবং মন্ত্রী হওয়ার পর অবাধে লুটপাট চালিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হলেও হলফনামার তথ্য ছিল হাস্যকর, এমনটি জানিয়েছেন তার নির্বাচনী এলাকার লোকজন। তারা জানান, ভোলাগঞ্জ, জাফলং, বিছানাকান্দি পাথর কোয়ারি এবং স্থানীয় নদীগুলোতে বালু লুট হতো ইমরান আহমদের কথায়। তিনি যখন বলতেন বন্ধ, তখন সব বন্ধ হয়ে যেতো। আর লুটপাটের সিংহভাগ টাকা স্থানীয় নেতা ও প্রশাসনের মাধ্যমে তার কাছে ঢাকায় যেতো। আওয়ামী লীগের নেতারা জানিয়েছেন, ইমরান আহমদ নির্বাচনী ব্যয় কখনো তার পকেট থেকে করতেন না। লুটপাটের একাংশের টাকা দিয়েই প্রতি ৫ বছর পরপর নির্বাচনে ব্যয় করতেন। বার বার এমপি নির্বাচিত হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতেন না। যারা প্রতিবাদ করতেন তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হতো। শ্রীপুর চা বাগান ছিল তার নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু সেই বাগান মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তিনি বৈধতা না নিয়েই বাগান পরিচালনা করতেন। তিন থানায় ইমরান আহমদের ছিল লুটপাট নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব বাহিনী। একদিকে যেমন বালু ও পাথর লুট করা হতো অন্যদিকে কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর সীমান্তকে চোরাচালানের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিলেন তিনি। আর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো তারই ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গরা। শুধু ইমরান আহমদই নয়, তার সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক। জৈন্তাপুরে ইমরানের মূল মানুষ ছিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এম লিয়াকত আলী। অনেক আগে থেকেই লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা ঝুলছে। গোয়াইনঘাটে ছিলেন অধ্যক্ষ ফজলুল হক। আর কোম্পানীগঞ্জে ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আপ্তাব আলী কালা মিয়া। এর মধ্যে শনিবার রাতে র‍্যাবের হাতে আপ্তাব আলী কালা মিয়া গ্রেপ্তার হয়েছে। নতুন করে ইমরানের সিন্ডিকেটে যুক্ত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী ও সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য হেনা বেগম। তখনকার এমপি'র প্রধান সেনাপতি হিসেবে তারা পরিচিত ছিল। অভিযোগ উঠেছে- তিন উপজেলা থেকে প্রতি বছর পাথর, বালু লুট ও চোরাচালান বাবদ হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে। লুটের নায়ক ছিলেন ইমরান আহমদ। প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর এখন তার সহযোগীদের কেউ এলাকায় নেই। তারাও আত্মগোপনে চলে গেছেন।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

হিজবুল্লাহর হামলা : সমঝোতা ছাড়া শান্তি আসবে না

লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া হিজবুল্লাহর ছোড়া শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্রে আবারও কেঁপে উঠেছে ইসরায়েল। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারি বাসভবনও আক্রান্ত হয়েছে হিজবুল্লাহর ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে। প্রধানমন্ত্রীসহ পরিবারের কেউ ওই সময় ভবনে না থাকায় তারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে ড্রোনের আঘাতে ভবনটি ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ইসরায়েলি ভূখন্ডে শনিবার ভোরের দিকে শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হিজবুল্লাহ গেরিলারা। এর একটি ইসরায়েলের সমুদ্রতীরবর্তী শহর সিজারিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবনে আঘাত হানে। ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে নেতানিয়াহুর বাসভবনে হিজবুল্লাহর ড্রোনের এই আঘাত ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য উদ্বেগ তৈরি করেছে। শনিবার ইহুদিদের বিশ্রাম বার। এদিন ভোরের দিকে এ হামলা হয়েছে বলে নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে। ভবন লক্ষ্য করে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে তিনটি ড্রোন ছোড়া হলেও এর মধ্যে একটি ড্রোন সিজারিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আঘাত হানে এবং গুলি চালিয়ে দুটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়। ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর দুই শীর্ষ নেতার মৃত্যু এবং সর্বাত্মক হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তারা পা□া হামলার যে সক্ষমতা বজায় রেখেছে তা সমীহ পাওয়ার দাবি রাখে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের হয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রক্সি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে লেবাননের শিয়া মিলিশিয়ারা। গাজায় তেলআবিবের আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর লেবানন, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শিয়া মিলিশিয়া গ্রুপগুলো তাদের হামলা জোরদার করেছে। ফিলিস্তিনের হামাস সুন্নি মতাবলম্বী হলেও জাতভাই আরব দেশগুলো ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে। সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে শিয়া মিলিশিয়াগুলো। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে শক্তিবলে ইসরায়েল তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না। নিজেরা শান্তিতে থাকতে চাইলে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে। প্রতিশ্রুত দুই রাষ্ট্র কাঠামোয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমাধান মেনে নিতে হবে।

কি করবেন শেখ হাসিনা

তোফাজ্জল হোসাইন

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন কী করবেন? দলের দায়িত্ব কাকে দেবেন? তিনি নিজেই বা যাবেন কোথায়? এ নিয়ে তিনি মনস্থির করতে পারছেন না। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন গণবিপ্লবের মুখে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এখন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করছেন। তার দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার প্রধান কারিগর ভারত সরকার এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। ভারতের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল এমন- আমি কোনো প্রতিদান চাই না। কারো কাছে চাওয়ার অভ্যাস আমার কম, দেয়ার অভ্যাস বেশি। ভারতকে যা দেয়া হয়েছে তা তারা আজীবন মনে রাখবে। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ভারতের নয়াদিল্লিতে গিয়ে আমি বলেছি, শেখ হাসিনাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এখন প্রশ্ন, ৭৬ বছর বয়সে ভালোবাসার টানে দিল্লি গিয়ে শেখ হাসিনা কত দিন থাকতে পারবেন?

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, কূটনীতিক পাসপোর্ট বাতিল হওয়ায় শেখ হাসিনার ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। হাসিনার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক মামলা করা হয়েছে। বেশির ভাগই হত্যা মামলা। এসব মামলায় তার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হবে।

হাসিনাকে ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট দিয়েছে ভারত সরকার। তাই নিয়ে এখন তিনি দুবাই চলে যাচ্ছেন- এমন আওয়াজ বাতাসে। আবার সেখানে গিয়ে আশ্রয় পাননি এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। যাই হোক, মাঝে মধ্যে তিনি তার দলের নেতাকর্মীদের সাথে ফোনে কথা বলে প্রতিবিপ্লব ঘটাতে চাচ্ছেন। অনেকেই এটিকে 'অডিও বিপ্লব' বলছেন। পালিয়ে যাওয়া নেত্রী ফোনে তার এক নেতার সাথে বলছেন, আমি দেশের কাছাকাছি আছি, যেকোনো মুহূর্তে চট করে ঢুকে যাবো। নেত্রীর চট করে ঢুকে যাওয়ার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে নেতাকর্মীদের ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে যেসব আওয়ামী প্রেতাত্মারা অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন চেয়ারে এখনো বসে আছে তারাই ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে এবং বিভিন্ন তথ্য নেত্রীর কাছে পাচার করছে। ষড়যন্ত্র থেমে নেই সামাজিক মাধ্যমেও। লালমনিরহাটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুম উর্মি এক ফেসবুক পোস্টে লিখেন, 'সাংবিধানিক ভিত্তিহীন অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, রিসেট বাটনে পুশ করা হয়েছে। অতীত মুছে গেছে। এভাবে দেশের ইতিহাস মুছে ফেলা সম্ভব নয়।' এমন হাজারো তাপসী শহীদের মিছিলে গড়া দ্বিতীয় স্বাধীনতা ধূলিস্যাৎ করে দিতে মরিয়া হয়ে আছে। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে অডিও বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে নিমিষেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আওয়ামী লীগের দায়িত্ব কার হাতে দিচ্ছেন। এই প্রশ্ন এখন সর্বত্র। নেতাকর্মীরাও চাচ্ছেন দলকে সংগঠিত করতে।

সর্বশেষ অডিও বার্তা থেকে জানা যায়, হাসিনা বলছেন, কাকে দায়িত্ব দেবো? যাকেই দেবো সেই তো গ্রেফতার হয়ে যাবে। রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বলছেন, হাসিনা দলের কাউকেই বিশ্বাস করেন না। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করবেন পরিবারের মধ্যেই কাউকে বেছে নিতে। দুই মাস হয়ে গেল তিনি দিল্লিতে অবস্থান করছেন। তার সাথে রয়েছেন ছোট বোন রেহানা। কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল কাজের সূত্রে দিল্লিতে রয়েছেন। মাঝে মধ্যে তিনিও দেখা করছেন। ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দেখা করছেন। করছেন শলাপরামর্শও। এ নিয়ে রয়েছে নানা গুজব। শোনা গেছে, হাসিনা তার ডাকসাইটে সাবেক এক মন্ত্রীকে দল গোছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন অঘোষিতভাবে। এই নেতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও নেতাকর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। বলছেন, ধৈর্য ধরো নেত্রী সহসাই নির্দেশ দেবেন।

এর আগেও এমন অবস্থা হয়েছিল আওয়ামী লীগের। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। দলের একাংশ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। তবে অনেক বড় বড় নেতা দেশেই অবস্থান করছিলেন আত্মগোপনে। অনেকে অবশ্য জেলে গিয়েছিলেন। পঁচাত্তরের ঘটনার পর ২১ বছর ক্ষমতার নাগাল পায়নি আওয়ামী লীগ। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। দলটির সভানেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পালিয়ে গেছেন। বিদেশে থাকায় ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বেঁচে গিয়েছিলেন। পশ্চিম জার্মানি থেকে ভারতে নিয়েছিলেন রাজনৈতিক আশ্রয়, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। বলাবলি আছে, পালিয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে শেখ হাসিনা কাউকে কিছু না বললেও দলের অন্তত দু'জন নেতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় নেতাকর্মীরা যেন ভারতে চলে যায়। এ কারণেই কি সব 'মাস্টারমাইন্ড'ও ভারতে পৌঁছে গেছে নিরাপদে! যারা শেখ হাসিনাকে ডুবিয়েছেন তারাই আবার ঘুর ঘুর করছেন তার চারপাশে। এরাই কিন্তু নিজ দেশের নিরীহ জনগণের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুড়েছিল। যাই হোক, এটা কোনো সেফ এক্সিটের অংশ কি না- এ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন। ঢাকায় আত্মগোপনরত কোনো নেতাই মুখ খুলছেন না; বরং যারাই রয়েছেন তাদের প্রায় সবাই শেখ হাসিনাকে দায়ী করছেন। বলছেন, তার একগুঁয়েমি ও প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং সীমাহীন দুর্নীতি দলকে অস্তিত্ব সঙ্কটে ফেলেছে। এই সঙ্কট এখন সর্বগ্রাসী। শেখ হাসিনা কবে দেশে ফিরতে পারবেন? অসংখ্য হত্যা মামলা তার বিরুদ্ধে। গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে চলেছেন। প্রায় ১৬ বছরের শাসনামলের দুর্নীতি, অনিয়ম, দুঃশাসন আর অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যার দায়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছাত্র-জনতা।

দলের কেউ কেউ বলছেন, অতিমাত্রায় ভারতনির্ভর হওয়ার কারণে শেখ হাসিনার এমন পরিণতি হয়েছে। সাথে ভারতও একপেশে নীতির কারণে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিয়েছে। আত্মগোপনরত একজন আওয়ামী লীগ নেতা বললেন, হাসিনার সমস্যা হাসিনা নিজেই। আমলাদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, দলকে ব্যবহার করতেন লাঠিয়াল হিসেবে। দল আর সরকার এক হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে হাসিনার পতনের পর ঐতিহ্যবাহী এই দলটি হারিয়ে গেছে রাজনীতির মাঠ থেকে। আওয়ামী লীগ হয়তো আবার ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। মজার ব্যাপার হচ্ছে- যারা বিগত সাড়ে ১৫ বছরে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন, এখন তারাই বলছেন, হাসিনার স্বৈরাচারী মনোভাব চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, কতিপয় আমলা ও নেতার ওপর ছিলেন হাসিনা অন্ধ। দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোবটের মতো আচরণ করতেন। তাকে যা বলা হতো তাই তিনি বলে যেতেন অবলীলায়। একপর্যায়ে তিনি বনে গেলেন 'বিএনপি-বিষয়ক মন্ত্রী'। প্রতিদিনই বিএনপি, তারেক রহমান আবার কখনো জিয়াউর রহমানকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। ফ্যাশন আর টাকা বানানোর নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। এখন তিনি কোথায়? সিঙ্গাপুর না ভারত, কেউ বলতে পারছেন না। শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি যশোর সেনানিবাসে রয়েছেন।

আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের সাধারণ সম্পাদক যখন নিরাপত্তাবাহিনীকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেয় তখনই প্রশ্ন ওঠে, এই কাজটি কার। কারফিউ জারি হলে পুলিশ বা সেনাবাহিনী এই নির্দেশ দিয়ে থাকে। আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট- এই বার্তাও দিয়েছিলেন। এতে করে ছাত্রলীগ পরিণত হয় দানবে। জনমানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় তাদের বিরুদ্ধে। এ জন্য কাদেরকেই দায়ী করা হচ্ছে। তিনি হয়তো বলবেন, আমাকে যা বলা হয়েছিল আমি তাই বলেছি।

এখন হাসিনার সামনে বিকল্প কী? আন্তর্জাতিক চাপে ভারত তাকে বলেছে, ভিন্ন গন্তব্য খোঁজার।

হাসিনা বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের কার্যক্রমের নিত্যদিনের হিসাব-নিকাশ পেয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তেই। তিনি তার সহকর্মীদের বলছেন, মজা টের পাক। কতদূর যাবে? দেখো এক মাসও টেকে কি না!

সত্য বটে, অর্ন্তবর্তী সরকার এখনো শক্ত ভিতে দাঁড়াতে পারেনি। সরকারের ভেতরে রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি না থাকায় এমনটি হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তিন মাস কেটে গেল এভাবেই। সংলাপে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিএনপি চাচ্ছে যৌক্তিক সংস্কার শেষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন। জামায়াত হাঁটছে ভিন্ন পথে। তারা চায় সংস্কার শেষে নির্বাচন। এটি কিন্তু বলা হচ্ছে না, সংস্কারের জন্য কতদিন সময় দরকার।

জামায়াতের এই কৌশল পরাজিত শক্তিকেই উৎসাহিত করতে পারে। তারা অবশ্য আগেও কিছু ভুল করেছে। '৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়কের দাবিতে তৎকালীন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল আওয়ামী লীগ। সেই আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ ছিল জামায়াত। ২০০১ সালে বিএপির সাথে রাজনৈতিক জোট করার সাথে সাথে জামায়াত হয়ে গেল যুদ্ধাপরাধী, আওয়ামী লীগের শত্রু। শুধু শত্রু নয়, এমন হিংস্র হয়ে উঠল দলটি যে, জামায়াতের প্রথম সারির নেতাদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ এনে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের মাধ্যমে ফাঁসি দেয়া হয়। এটিই আওয়ামী চরিত্র। জামায়াতের এই কৌশলকে উৎসাহিত করছে আঞ্চলিক একটি শক্তি, যে শক্তিগুলো বরাবরই জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী ভূমিকায় ছিল।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনকার ঘটনা। একদিন মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব হাসতে হাসতে এসে বললেন, স্যার আজ একটি

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ আর নেই

কার্ডিফ কাউন্সিলের কাউন্সিলর ড. ববলিন মলিক এবং কাউন্সিলর জাসমিন চৌধুরীর পিতা, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভাপতি, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মহকুমা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের সদস্য মো. ফিরোজ আহমদ আর নেই।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছেলে-মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি কমিউনিটি শোকের ছায়া নেমেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কাউন্সিলার হারুন মিয়ার ওমরাহ পালনে মক্কায় গমন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাউন্সিলার ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হাজী হারুন মিয়ার পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালনের জন্য মক্কায় গমন উপলক্ষে এক দোয়া

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর রোববার রাতে হোয়াটসঅ্যাপে গঠিত টাওয়ার হামলেটস ভিআইপি ফ্রেন্ডস গ্রুপের এডমিন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জৈনুদ্দিনের আয়োজনে শাডওয়েলের স্পাইস হার্টে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার আব্দুল ওয়াহিদ, কাউন্সিলার সৈয়দ সফর আলী, কাউন্সিলার আমিন আহমদ, কাউন্সিলার আনা মিয়া, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কর্মকর্তা শফিক মিয়া, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আনোয়ারুল হক, মনির মিয়া, হেলাল আহমদ, নাছার আহমদ, আলী মিয়া, ফারুক মিয়া, জালাল রাব্বি, তারেক মিয়া, আক্তার মিয়া, আবুল কালাম, আনিস মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন শাডওয়েল গার্ডেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল করিম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সথে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী তারেক চৌধুরীর মতবিনিময়

বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারেক চৌধুরী মতবিনিময় সভা করেছেন। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে বেডফোর্ড শেয়ারের বিগল্‌স ওয়েড শহরের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বৃটেনে বসবাসরত বিয়ানীবাজার উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এতে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান এবং সভা পরিচালনা করেন হেলাল আহমদ। সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান প্রবাসী প্রপার্টি বিজনেসের মালিক তারেক চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টমিনস্টার কাউন্সিলের বারবার নির্বাচিত কাউন্সিলর ও সাবেক শিক্ষক আজিজ আহমদ তকি, বৃটেনের লেবার পার্টির সিএলপি এবং বহুল আলোচিত আরাফাত নিউজ পত্রিকা ইউকের সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেইন, আলীনগর ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের সভাপতি শাহান চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবক সেলিম চৌধুরী, আজিম আহমদ, জমির আলী, রেষ্টুরেন্ট মালিক সারওয়ার খান, ডন রাসেল খান, একরাম, খয়ের চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তব্য রাখেন ফয়জুর রহমান খান, আজিজ আহম তকি, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেইন, শাহান চৌধুরী, সেলিম চৌধুরী, সারওয়ার খান, খয়ের চৌধুরী, লায়েক চৌধুরী প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, আলীনগর ইউনিয়নে রয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য। সেই ইতিহাস ঐতিহ্য বুকে লালন করে প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের মাঝে রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং উদার মন। তাঁরা সব সময় দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। এলাকার মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের টাকা পয়সা জায়গা জমি। সেই ধারাবাহিকতা বুকে লালন করে তারেক চৌধুরী ও তাঁর পরবাসী জীবনে অবিরাম অবিরত মানবতার কল্যাণ সাধনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে অকৃপণ হস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা নিরবে দান সদকা করে যাচ্ছেন। এমনকি এলাকায় গরীব দুখী মেহনতী মানুষের সুখ দুঃখ বেদনা ভাগাভাগি করে সর্বদা সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। বক্তারা তারেক চৌধুরীর মানবিক কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। সভায় তারেক চৌধুরী মতবিনিময় সভার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আনন্দঘন পরিবেশে কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এই সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা শামসুল হক এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম হীরা।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য মুজিবুর রহমান মুজিব। সংগঠনের বার্ষিক ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন যথাক্রমে সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল সিরাজুল ইসলাম হীরা ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। অন্যদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মায়ূম মিয়া তালুকদার, কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ, কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট রহমত আলি, কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল হক, নির্বাহী কমিটির সদস্য ডা. মুহাম্মদ আলী, আলহাজ্ব আতিক মিয়া, মাফিজুর রব, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন ও ফারুক আহমেদসহ কাউন্সিল অব মস্কের ৫৯টি মসজিদের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিল অব মস্ক উদ্যোগে টাওয়ার হ্যামলেটসের ৫৩টি মসজিদ নিয়ে নতুন প্রকাশিত ডাইরেক্টরী ও সকল মসজিদের স্থান চিহ্নিত একটি ম্যাপ ও ওয়েবসাইট এর লঞ্চিং করেন প্রধান অতিথি মেয়র লুৎফুর রহমান। ৫৩টি মসজিদের উন্নয়ন, সেতু বন্ধন, একতা, নিরাপত্তা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, বারার বাসিন্দাদের অন্যতম সংগঠন কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসে মানবতার কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মসজিদ ভিত্তিক এই সংগঠন সব সময় সকলের সহযোগিতা নিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাউন্সিলের সামাজিক উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাউন্সিল অফ মস্কসহ সমাজের সর্বস্তরেরজনগণকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল দায়িত্ব পালন করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

তিনি আরো বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসে ৪ হাজার ৬৯৬ পেনশনধারী-যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তনের কারণে উইন্টার ফুয়েল পেমেন্ট অর্থাৎ শীতকালীন জ্বালানি সহায়তা পাবেন না, তাঁরা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন একটি অনুদানের জন্য যোগ্য হবেন। প্রায় ৫ হাজার পেনশনীরকে শীতকালীন জ্বালানি ভাতা হিসেবে ব্যক্তিকে প্রতি ১৭৫ পাউন্ড করে ডিসেম্বর মাসে প্রদান করা হবে। কাউন্সিল এই তহবিলের জন্য প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড সংরক্ষিত করেছে।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, শিক্ষা আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি এবং লাইফলং লার্নিং বা জীবনব্যাপি শিক্ষায় সহযোগিতা করা আমার প্রশাসনের অন্যতম একটি অগ্রাধিকার। তরুণদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতাকরা এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত নেতা হওয়ার উপযোগী টুলস বা সরঞ্জাম তাদেরকে দেওয়া খুবই অত্যাবশকীয়।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা শামসুল হক আর্থিক সংকটের মধ্যেও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সহযোগিতা করার জন্য কাউন্সিল অব মস্কের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিগত বছরগুলোতে যেসব ভালো কাজ হয়েছে তার কৃতিত্ব সংগঠনের সকল সদস্যের। তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন বলেই আমরা সেবা করতে পেরেছি। এজন্য তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি বিগত বছরগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানিয়ে সকলকে কাউন্সিল অব মস্কের পাশে থাকার অনুরোধ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আরবি পড়াইতে চাই

আপনি কি আপনার সন্তানকে সহিহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা দিতে চান? ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম ও আলিমা (মহিলা) দ্বারা কুরআন শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হয়।

যোগাযোগ : আহসান আহমেদ (ক্বারী ও আলিম)
Mob: 07466 689 586

WD: 29-33

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com

WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ

Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

ড্রাগন সিকিউরিটি'র উদ্যোগে ফ্রি ফাস্টএইড ট্রেনিং কোর্স

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপল ওলগেইট ২-৪ কমার্শিয়াল স্ট্রীটে ড্রাগন সিকিউরিটি'র উদ্যোগে ফ্রি কমিউনিটি এওয়ারনেস ফাস্টএইড ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর সোমবার দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

এতে চীফ ইন্সট্রাকটর শাখাওয়াত হোসেন টিটোর পরিচালনায় কোর্সে অংশগ্রহণ করেন টাওয়ার হেমলেটসের স্থানীয় ও বিভিন্ন বারার পেশাজীবীরা। তারা দীনব্যাপী উক্ত ফাস্টএইড ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করেন। সবাই বিভিন্ন পেশায় থাকলেও এই প্রথম তারা জরুরী সেবা প্রদানের প্রাকটিক্যাল এই কোর্স সম্পন্ন করেন। কোর্স ছিল সিপিআর, চকিং, রিকভারী পজিশন অ্যান্ড এইড ডিফিব্রিলেটর মেশিনের হাতে কলমে ব্যবহার শিখানো। কোর্সের প্রথম ধাপে থিউরি এবং বিরতির পর ২য় ভাগে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে সবাই অংগ্রহন করেন।

ড্রাগন সিকিউরিটি বাংলা কমিউনিটিতে প্রথম (এসআইএ) সিকিউরিটি কোর্স চালু করলেও হোয়াইটচ্যাপেল, ফরেস্টগেইট, রমফোর্ড, সাউথহল, স্লাউ, উইমব্লি, লুটনে দীর্ঘদিন নিরাপত্তা বিষয়ক সেবার পাশাপাশি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে প্রায় ১৮টি সেবা প্রদান করে আসছে।

কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই দিনব্যাপী কমিউনিটি এওয়ারনেস ফ্রি ফাস্ট এইড ট্রেনিং কোর্স আইয়োজন করেন বলে জানান প্রতিষ্ঠানের সিইও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সরকারি আইনজীবী লন্ডনে ইমিগ্রেশান আইনজীবী এডভোকেট শাখাওয়াত হোসেন টিটো। তিনি আগত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদ

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সাবেক শিক্ষা-প্রতিমন্ত্রী মিলন

কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা হবে

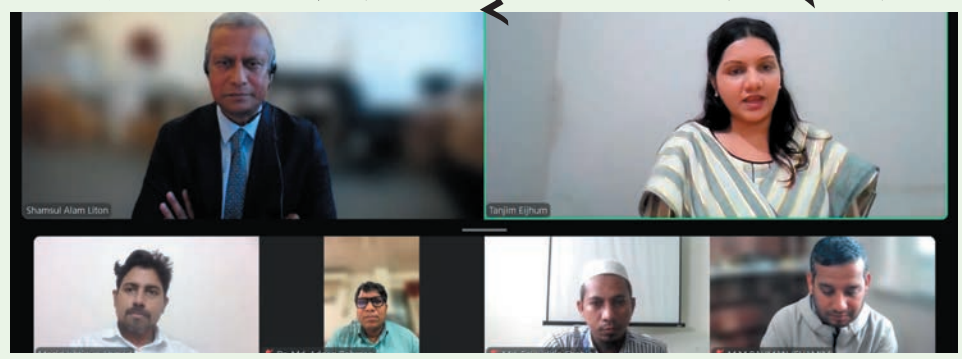

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মমূখী শিক্ষার সম্প্রসারণ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট খোলার বিষয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর বিকাল ৫টায় এই সভা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোঃ শামসুল আলম লিটন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. এ.এন.এম এহসানুল হক মিলন।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক বিশেষ দূত ও মেরিন পলিসি এক্সপার্ট ক্যাপ্টেন মঈন আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ও ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মো. আব্দুর রউফ, বিসিএস এডমিন একাডেমির সাবেক সিনিয়র ফ্যাকালটি শেখ আখলাক আহমেদ, দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সরকার, যুক্তরাজ্যের ফ্রিল্যান্সার ও সিনিয়র ডাটা ইঞ্জিনিয়ার রুপম রাজ্জাক, এম.এম শামীম, এগ্রটেক এক্সপার্ট ও কৃষি উদ্যোক্তা মহিউদ্দিন আহমেদ সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিবিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক মো. মোশাররফ হোসেন, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. আদনান রহমান, রোবোটিক্স এন্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহকারী অধ্যাপক মাজিদ ইশতিয়াক আহমেদ এবং সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন শাহীন।

প্রধান অতিথি ড. এ.এন.এম এহসানুল হক মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তিনি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের প্রথম টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং (টিভিইটি) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রয়োজনের তাগিদে আগামীতে সরকার পৃথকভাবে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে বলেও মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রশিক্ষণে একাডেমিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভায় সঞ্চালনা করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর তানঝিম আরা ইঝুম এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম পরিসমাপ্তি করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ অ্যালামনাইর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে সংগঠনের এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ অক্টোবর রবিবার লন্ডনস্থ চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে এই সভা হয়।

সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আশরাফুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তছউর আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর। অনুষ্ঠানটি চার পর্বে ছিল। প্রথম পর্ব বার্ষিক সাধারণ সভা। দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা সভা ও তৃতীয় পর্ব সম্মাননা পদক বিতরণ অনুষ্ঠান। চতুর্থ পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি তছউর আলী স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম নুরু সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন এবং কোষাধ্যক্ষ ফরিদ আহমদ বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি সবার সর্ব সম্মতিক্রমে রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি শামীম আহমেদ, সিনিয়র সহসভাপতি মুজিবুর রহমান, সহসভাপতি আজন উদ্দিন, সহসভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, সহসভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম, সহসভাপতি আব্দুল কাদির, সহসভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আহমেদ সুমন, যুগ্ম সম্পাদক মারুফ আহমেদ,সহ কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, সহ প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার রহমান জুনেদ, শিক্ষা সম্পাদক মাহবুব হোসেন, স্পোর্টস সম্পাদক কবির আহমেদ খান তায়েফ, মহিলা সম্পাদিকা নাজিয়া

আক্তার রেবিন, আবদুল কাদির।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনাম আহমদ, মেম্বারশীপ সম্পাদক রসুম জসিম উদ্দিন, স্যোশাল এন্ড ওয়েলফেয়ার সম্পাদক খালেদ আহমেদ, এন্টারটেইমেন্ট সম্পাদক রহিম উদ্দিন মুক্তা, রিসিপশন সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, সহ স্পোর্টস সম্পাদক কামরুজ্জামান চাকলাদার, সহ এডুকেশন সম্পাদক জিলাল উদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা, নির্বাহী কমিটি সদস্য হেলাল আহমেদ, এমদাদুল হোসেন জগরুল, রোকসানা পারভীন জোছনা, ফেরদৌসী জামাল, সালমা রহমান, আজিজুর রহমান, শিহাব উদ্দিন, তাজুল ইসলাম, আইঅন টিভির সিনিয়র রিপোর্টার আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, কিশোয়ার আনাম লিটন প্রমুখ।

মহিলা সম্পাদিকা নাজিয়া আক্তার রেবিনের সঞ্চালনায় তৃতীয় পর্বে পাঁচজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মাননা পদক দেওয়া হয়। স্পনসর করেছেন সংগঠনের সহ সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেওয়ান নজরুল ইসলাম। সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি তছউর আলী, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিটিস কাউন্সিলর সাফরান ও ওয়ার্ডেন টাউন কাউন্সিল এর ডেপুটি মেয়র জুবায়ের খান মিলন, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিটিস জমির উদ্দিন আহমেদ ও কমিউনিটি এক্টিভিটিস এম শামসুদ্দিন।

সভায় বক্তারা বলেন, ঢাকা দক্ষিণ একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা। রত্নগর্ভাদের উজ্জ্বল ভূমি। আমরা এক মনন ও আত্মীক সম্পদের সমৃদ্ধিতে ঋদ্ধ ও গর্বিত ঢাকা দক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র শিক্ষকরা। ঢাকা দক্ষিণ তথা গোলাপগঞ্জ উপজেলার কথা শুনলে অন্যান্য এলাকার মানুষ আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। আমাদের এলাকা গৌরবদীপ্ত ও কৃতি সন্তানদের এক উজ্জ্বল ভূমি। এ মাটি রত্নগর্ভা ও নানন্দিক ঐশ্বর্যে ভরপুর। এর পরতে পরতে আবৃত আছে গর্ব ও গৌরবের ভান্ডার। মাটির সন্তানদের নিয়ে আমাদের ছিল সংগঠনের এক বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জাতীয় সংগীত পরিবেশ করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও আগত অতিথিরা।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল, গান পরিবেশন করেন শংকরী, নাজিয়া আক্তার রেবিন, সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, রহিম উদ্দিন মুক্তা, মুজিবুল হক মনি। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর আপ্যায়ন ও ছিল। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সদস্যবৃন্দ।

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

লন্ডনে পেশাজীবীদের সেমিনারে বক্তারা

দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশী দেশ পূনর্গঠনে ভুমিকা রাখতে চায়

বৃটিশ-বাংলাদেশী পেশাজীবীদের উদ্যোগে "দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশী: জাতি গঠনে তারা কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন স্কুল অব কমার্স এন্ড আইটি-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বক্তারা বলেন, বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীরা বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুতাবাস ও হাইকমিশন ঘেরাও করেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন নিয়মিতভাবে দিনের পর দিন। মধ্যপ্রাচ্যে বিক্ষোভ করতে গিয়ে অর্ধশত প্রবাসী জেল খেটেছেন। সর্বশেষে প্রবাসীরা ৫ আগষ্টের আগে মাসব্যাপী রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুতরাং দেড় কোটি প্রবাসীকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এয়ারপোর্টে ভিআইপি মর্যাদা নয়, বরং বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে অন্যান্য নাগরিকদের মতো প্রবাসীদের অংশগ্রহন ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেটর নাসরুল্লাহ খান জুনায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবং প্রতিথযশা আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদের প্রানবন্ত সঞ্চালনায় সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ওলিউল্লাহ নোমান। এতে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র সাবেক শিক্ষক ও কমনওয়েলথ স্কলার ড. কামরুল হাসান, বাংলাদেশের সাবেক জজ ব্যারিস্টার মুজিবুর রহমান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সুরমা সম্পাদক সামসুল আলম লিটন, বুয়েটের সাবেক ভিপি ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যারিস্টার তারেক আজিজ, শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ শাহ আলম, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন, বৃটিশ হাসপাতালের সাবেক কনসালটেন্ট ডা: সাইফউদ্দিন কিসলু, সাংবাদিক ও সময় সম্পাদাক সাঈদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার ফখরুল ইসলাম, কৃষিবিদ আকবর হোসেন, এডভোকেট সাইফুর রহমান, ব্যারিস্টার আফিন্দি লিটন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা আমিন চৌধূরী, ব্যারিস্টার নূরুল গাফফার, সলিসিটর মেহেদি হাসান, পিএইচডি গবেষক খালেদ ইয়াহইয়া, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হাফিজ মুহাম্মদ ইমরান, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, কমিউনিটি নেতা শফিক খাঁন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমদাদুল হক, যুবনেতা নাসির উদ্দিন, মানবাধিকার কর্মী শাহ মুহাম্মদ উজ্জ্বল, সমাজকর্মী আমিনুল ইসলাম প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান সেমিনারের অন্যতম আয়োজক ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন।

সেমিনারে কয়েকটি প্রস্তাবনা ও দাবী জানানো হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:-

১. প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে দেড় কোটি প্রবাসীর জন্য কোনো সরকারেই প্রবাসী প্রতিনিধি রাখা

হয়নি। তাই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেড় কোটি প্রবাসীদের মধ্য থেকে অন্তত: দুইজন উপদেষ্টা রাখার দাবী জানাচ্ছি।

২। প্রবাসীদের ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও অভিযোগ আছে। এসব ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া ও অভিযোগ অতীতে সরকারের কাছে পাঠালেও যথাযথ বা সন্তুষজনক জবাব পাওয়া যায়নি। অথচ প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স হচ্ছে দেশের অর্থনীতির বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। এই খাতকে মোটেই অবহেলা করা ঠিক নয়। তাই প্রবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, সার্ভিসের মান ও অভিযোগ - এসব বিষয়ে সংস্কারের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্কার কমিশন গঠণের দাবী জানাচ্ছি।

৩। বৃটেন, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেন অনেক বাংলাদেশী দ্বৈত-নাগরিক। অনেকে প্রায়োগিক সুবিধার্থে দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিলেও তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকরা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। দ্বৈত নাগরিকরা বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, এমনকি প্রধান বিচারপতি হতে পারলেও এমপি হওয়ার পথে সাংবিধানিক বাঁধা ও বৈষম্য রাখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। উল্লেখ্য, গণতন্ত্রের সুতিকাগার বৃটেনে দ্বৈত নাগরিকরা বৃটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার হতে পারবেন। শুধু তাই নয় বৃটেনে এমপি হবার জন্য বৃটিশ নাগরিক হওয়ারও বাধ্যবাদকতা নেই। বাংলাদেশী নাগরিকত্ব ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বৃটেনে সেটেলড যে কেউ বৃটিশ এমপি হতে পারবেন। সুতরাং জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক যারা দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাদের জন্য সংবিধানের বৈষম্যমূলক ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

৪। প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করছেন। সবাইকে এক পাল্লায় রেখে একভাবে দেখা উচিৎ নয়। মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের তেমন কোনো অবস্থান বা অধিকার না থাকলেও বৃটেনে বৃটিশ-বাংলাদেশিরা সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে শত শত দক্ষ প্রফেশনাল আছেন যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলছেন। হাজার হাজার অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও লন্ডন গ্রেজ্যুয়েট আছেন যারা বাংলাদেশ পূনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আধুনিক মালয়েশিয়া নির্মাণে মালয়েশিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ বৃটেনে এসে বৃটিশ-মালয়েশিয়ানদের মধ্যে টেলেন্ট হান্ট করতেন। এমনটি করা জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি। সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ থেকে তেমন কিছু নেয়ার না থাকলেও দেয়ার মতো তাদের অনেক কিছু আছে।

৫। বৃটেন থেকে পাওয়ার অব এটর্নি দিতে ভেলিড বাংলাদেশী পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে গত ২/৩ বছর আগে। পাওয়ার অব এটর্নির সাথে ভেলিড বাংলাদেশী পাসপোর্টের সম্পর্ক কি তা বোধগম্য নয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন আজগুবি নিয়ম নেই। এই নিয়ম চালু করার কারণে লক্ষ লক্ষ বৃটেনে বসবাসরত প্রবাসীরা মারাত্মক ঝামেলায় পড়েছেন। এমতাবস্থায়, পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদনে আইডি হিশেবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট অথবা বৃটিশ পাসপোর্ট অথবা এনআইডি কার্ড গ্রহনযোগ্য বলে অতি সত্ত্বর প্রজ্ঞাপন জারীর জোর দাবী জানাচ্ছি।

৬। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হোন। অথচ, যাদের ভোটে এমপি নির্বাচিত হোন তাদের সাথে সুযোগ-সুবিধায় বিরাট বৈষম্য রয়েছে। যেমন-এমপি হলেই টেক্স ফ্রি গাড়ি, ঢাকায় রাষ্ট্রীয় জমি বরাদ্দসহ নানা বরাদ্দ দেওয়া হয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রের মালিক তথা ভোটারদের বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত না হলেও এমপি সাহেবদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এটা রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে বিরাট বৈষম্য তৈরি করে। অথচ সংবিধানে বলা আছে আইনের চোখে সকলেই সমান। অবিলম্বে এসব বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা বাতিল করতে হবে। পৃথিবীর উন্নত কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না এমপিদের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাবের উদ্যোগে ক্যারম গোলড কাপের উদ্বোধন

সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাব ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত ৭ম ক্যারম গোলড কাপের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত রবিবার (২০ অক্টোবর) এর উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটর সাবেক স্পিকার মোঃ আহবাব হোসেনের সভাপতিত্বে ও এম এ খান ফাউন্ডেশের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান সুজার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সোনাওর আলীর রিংকু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল বাছির, সাউন্ডটেক ক্যারম ক্লাব ইউকের সভাপতি সাঈদ মোনাক ও মোঃ আশিক রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বৃটেনের ইতিহাসে গোলডকাপ ক্যারম ধরনের আয়োজন সবার পক্ষে সম্ভব হয়না। ২০১৮ সালে শুরু হয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে ৭ম বার গোলডকাপ ক্যারম টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এই গোলডকাপে সোনার পরিমাণ দুই ভরি ৪ আনা। ২২ ক্যারেটের এই গোলডের বর্তমান বাজার মূল্য সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার উপরে। একাধারে যিনি তিনবার চ্যাম্পিয়ন হবেন তিনি এই কোলডকাপের মালিক হয়ে যাবেন। এই পর্যন্ত কেউ ২ বারের বেশি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ক্যারম খেলোয়াড় মনোহর আলী রিংকুর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও ক্লাবের পক্ষ থেকে আরো ২ জন ক্যারম খেলোয়াড়কে সম্মানা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আগত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট শহরে বাড়িসহ জায়গা বিক্রি

শাহজালাল উপশহরের সি-ব্লক হতে তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে
ও সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের সন্নিকটে

সাড়ে ৪০ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত দু'তলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি জায়গাসহ বিক্রি হবে।

মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। জায়গার সব কাগজপত্র সম্পূর্ণ সঠিক পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। বিক্রয়মূল্য ফোনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

এছাড়াও, সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের পাশে বাড়ি তৈরির উপযোগী আরো সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যারা প্রকৃত আগ্রহী শুধু তারাই কল করবেন। অনর্থক ফোন করে কষ্ট দিবেন না। দয়া করে নামাজের সময় ফোন করবেন না।

Contact:
07305 568 096, 07305 566 834
WD:30-33

লন্ডনে দর্পণ বুক ক্লাবের উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তুতি

কবি-সাহিত্যিকদের সম্মাননা প্রদান করা হবে

লন্ডনে দর্পণ বাংলা বুক ক্লাবের মাসিক সাহিত্য সভায় কবি সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ইস্ট লন্ডনের বাংলা টাউনস্থ দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক রহমত আলী ও পরিচালনা করেন সেক্রেটারী সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন।

এতে চলতি মাসের সেরা কবি হিসাবে কবি মাজেদ বিশ্বাসকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। একই সাথে আগামী তিন মাসের মধ্যে যুক্তরাজ্যে একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এতে ব্রিটেনে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখছেন সে সকল লেখক ও কবি-সাহিত্যিককে সম্মানিত করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী, ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি, রম্য আলোচনা প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটিতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট। পাশাপাশি বিগত দিনে যিনি নিরলসভাবে সাহিত্য সেবা করে গেছেন, সে রকম একজনকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হবে। তা ছাড়াও প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য সম্বলিত একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পুরস্কারের জন্য পাঠানো লেখাগুলির জন্য কিছু নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে।

তার মধ্যে রয়েছে-আগ্রহী লেখক অথবা তাদের মনোনীত ব্যক্তি এক বা একাধিক শাখায় দু'টি করে বই বা লেখা জমা দিতে পারবেন। তবে একই ব্যক্তিকে ২টির বেশী পুরস্কার প্রদান করা হবে না। বই বা লেখার সাথে ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, যোগাযোগের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা প্রদান করতে হবে। এ বছর কেবলমাত্র ব্রিটেনে বসবাসকারী লেখকদের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হবে। কোনো মরনোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হবে না। বিগত ১ জানুয়ারী ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত লেখা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিশীল কাজের মূল্যায়ন ও তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি মাসে সম্মাননা প্রদান করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সেপ্টেম্বর-২০২৪ এর জন্য মনোনীত কবি মাজেদ বিশ্বাসকে সম্মানিত করার অনুষ্ঠানে কবিকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন দর্পণ বুক ক্লাবের সহ-সভাপতি কবি আসমা মতিন ও

ওলডহ্যাম থেকে আগত কবি আফিয়া বেগম শিরি। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করেন ক্লাবের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আব্দুল হাই, সম্মাননা পত্র প্রদান করেন অভিনেত্রী দিলরুবা ইয়াসমিন রুহি, কবিকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক রহমত আলী ও কবির বই নিয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর মিসবাহ কামাল। কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আফিয়া বেগম শিরি, কবি আসমা মতিন, কবি দিলরুবা ইয়াসমিন রুহি প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা মোঃ আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ মিসবা কামাল, মোঃ সাংবাদিক ফজলুল হক, আঙ্গুর আলী, মোহাম্মদ নাজমুল হুদা, এম সাইফুল ইসলাম শারেক, রেদোয়ান খান মোহাম্মদ আলী ও সাদেক আলী।

উল্লেখ্য, কবি 'মাজেদ বিশ্বাস' এর প্রকৃত নাম 'মাহমুদ মাজেদ' তিনি পেশায় একজন শিক্ষক হলেও কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯৯০ সনের ৭ অক্টোবর লন্ডনের নজরুল সেন্টারে বাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তিনি ইস্ট লন্ডনের প্লাশেট স্কুলে বিগত ২৮ বছর ধরে কর্মরত আছেন। ২০২৩ সালে তিনি তার শিক্ষকতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্মাননা পান। সদা হাস্যোজ্জল ও প্রচারবিমূখ এ শিক্ষক ও কবি ইতিমধ্যেই অনেক কবিতা, গান ও প্রবন্ধ লিখেছেন- যেগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সমায়িকিতে প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলা সাহিত্যের গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ ইত্যাদি আধুনিক যুগের সৃষ্টি। পদ্য ও ছড়া বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপবন্ধ। তবে আধুনিক কবিতার প্রবর্তন হয়েছে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। তারা আরও বলেন, তৃতীয় বাংলা খ্যাত লন্ডনের বাংলা পাড়ায় বাংলা চর্চার জন্য দীর্ঘদিন ধরে দর্পণ বুক ক্লাব কাজ করে যাচ্ছে। আর এতে যোগ দিচ্ছেন কবি সাহিত্যিকদের সাথে ব্রিটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংবাদ

বিমানের ভাড়া কমানোসহ ওসমানীকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করার দাবি

বিমানের ভাড়া কমানো ও ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর করার দাবিসহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ইস্ট রিজিয়নের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রোববার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এই সভা হয়।

আক্তার লিখন, গিয়াসউদ্দিন, শেখ নুরুল ইসলাম, সৈয়দ সায়েম করিম, এবি রুনেল, আব্দুল বাছিত বাচ্চু, আমজাদ হোসেন সানি, রাসেল খান, জাহাঙ্গীর হোসেইন, মোহাম্মদ বদরুল মনসুর, আব্দুল লতিফ, শামসুল ইসলাম, আহমেদ সাদেক, আব্দুর রুউফ, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, নাজমুল ইসলাম সুমন ও আব্দুর রুউফ প্রমুখ। সভা শেষে

সভায় সংগঠনের সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব তাজুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট ইউকের প্রেট্রন বিশিষ্ট সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট ইউকের সাবেক চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী নুরুল ইসলাম মাহবুব,গ্রেটার সিলেট ইউকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল ক্বাইউম কয়ছর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, সংগঠনের সদস্য সচিব ড. মুজিবুর রহমান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা।

সভায় আরও বক্তব্য খান জামাল নুরুল ইসলাম, শাহ সাইফুল গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী পাঠ করে শুনানোর পর উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানান।

গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, বিমানের ভাড়া কমানো, ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর করা, নতুন টার্মিনালের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে তুরস্ক ,কাতার ,বৃটিশ সহ অন্যান্য এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট চালু করা,পাওয়ার অব এর্টনী প্রদানে বৃটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ, এনআইডি কার্ড প্রদানসহ সিলেটবাসীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয় ।

সভায় আগামী ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রতিটি রিজিওনাল ও শাখা কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

লন্ডনে উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯ অক্টোবর শনিবার ইস্ট লন্ডন মসজিদ সংলগ্ন আলখায়ের কনফারেন্স রুমে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধিত্বশীল উলামায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেন।

আল খায়ের ফাউন্ডেশন ও ইকরা বাংলা টিভির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন লাহোর বাদশাহী মসজিদের ইমাম ও খতিব, পাকিস্তানের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা সৈয়দ আবদুল খাবীর আযাদ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইকরা টিভি গ্রুপের চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রশীদ আহমদ। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইকরা বাংলা টিভির অন্যতম উপস্থাপক মাওলানা আবদুল বাসিত ও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

সভায় প্রধান অতিথির পরিচিতি ও ঐক্যের প্রয়োজন শীর্ষক আলোচ্যসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা পেশ করেন মুফতি আবদুল মুনতাকিম। সভায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যের রূপরেখা নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন ইকরা বাংলা টিভির নিয়মিত আলোচক শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান, ইষ্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়খ আবদুল কাইয়ূম, উর্দুভাষী বিশিষ্ট খতীব মাওলানা মুনাওয়ার আহমদ মাহমুদী, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ, শায়খ ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি মাওলানা সৈয়দ আবদুল খাবীর আযাদ তাঁর স্বারগর্ভ বক্তব্যে বলেন, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বৈশ্বিক প্রয়োজনে আজ পৃথিবীজুড়ে আন্তঃধর্মীয় শান্তি সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির বড় বেশি প্রয়োজন। বিভিন্ন মছলক, মতাদর্শ ও চিন্তাবৃত্তিক সিলসিলার অস্তিত্ব মুসলিম সমাজে থাকতেই পারে। কিন্তু এসব সত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যের পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন সর্বজনবিদিত একটি বাস্তব প্রয়োজন। আজ সারা দুনিয়াতে মুসলমানেরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং নিষ্পেষিত হওয়ার পেছনে এই অনৈক্যই মূল দায়ী।

ইমাম কাসিম রশিদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অশান্তির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার ক্ষেত্রে মাওলানা সৈয়দ আব্দুল খাবীর আজাদ সাহেবের ঐক্য প্রয়াস আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। একই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা বিশ্বে ঐক্য প্রয়াস অব্যাহত রাখার প্রয়োজন আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের পেশ ইমাম খতিব শায়খ আব্দুল কাইয়ূম তাঁর বক্তব্যে প্রধান অতিথিকে তার মিশন নিয়ে ইউকেতে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শনের জন্য অতিথিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। পরিশেষে শায়খুল হাদিস মুফতি আব্দুর রহমান মনোহরপুরীর বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাবেশ সমাপ্ত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জয়ের বিরুদ্ধে ১৪ মিলিয়ন ডলার লুটের প্রমাণ আছে : এম এ মালিক

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা এম এ মালিক বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সজীব ওয়াজেদ জয় একাধিকবার জেলে গিয়েছে।

তার বিরুদ্ধে ১৪ মিলিয়ন ডলার লুটের প্রমাণ আছে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এসব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে পারেনি কেউ। এছাড়া শেখ রেহানাকে খুশি করতে দেশ-বিদেশে তাকে বিলাসবহুল বাসা-গাড়ি উপর দিয়েছেন নেতারা। তাদের এসব অপকর্মের প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাছে।

গত মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে সিলেট মহানগরের নাইরপুল এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

এম এ মালিক বলেন, শেখ হাসিনার সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কের কথা সবাই জানে। ভারতের সাথে শেখ হাসিনার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। ৫ আগস্টের পর তিনি আবারও প্রমাণ করলেন। গনহত্যার জন্য শেখ হাসিনার বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হবে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, তবে সেই ফায়দা নিয়ে ভারত যাতে আমাদের ঠকায় না। ভারতকে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে ঘন ঘন বন্যার জন্য ভারত দায়ী।

মালিক আরো বলেন, ড. ইউনূসের অন্তবর্তীকালীন সরকারকে আমরা সময় দিতে চাই। তার নেতৃত্ব দেশে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই আমরা। তারেক রহমান অচিরেই বাংলাদেশে ফিরবেন। বিএনপি তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে।

এম এ মালিক এর মতবিনিময় সভায় সাপ্তাহিক জয়যাত্রা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম মিন্টুর উপস্থাপনায় আরো বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য আরিফুল হক চৌধুরী, যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সিলেট জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা বিএনপির সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন, সিলেট জেলা জজকোর্ট এর পিপি এ টি এম ফয়েজ উদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা আলমগীর কুমুকুম, আমেরিকা বিএনপি নেতা জাকারিয়া মাহমুদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আফিকুর চৌধুরী, আলহাজ্ব আশরাফ হোসেন যুক্তরাজ্য কাডিফ বিএনপি, মাসশেকুর রহমান, আব্দুল বাসেত, মো জিল্লু মিয়া প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেটে নবনিযুক্ত দুই পিপির কক্ষে আইনজীবীদের তালা

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : সিলেট আদালতের দুই পাবলিক প্রসিকিউটরের (পিপি) কক্ষে তালা দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতারা। রোববার নতুন নিয়োগ পাওয়া দুই পিপিকে আওয়ামী লীগ সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী দাবি করে তাদের কক্ষে তালা দেওয়া হয়।

দুই পিপি হলেন- জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পিপি এটিএম ফয়েজ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি মুজিবুর রহমান। শুধু বিএনপি নয়, জামায়াতের আইনজীবীরাও পুরো তালিকা বাতিলেরও দাবি জানিয়েছেন।

গত ১৬ অক্টোবর সিলেটের সব আদালতে ১০৩ জন পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয় আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এরপর থেকে দুই পিপি অপসারণসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ পাওয়া আইনজীবী নিয়ে প্রশ্ন তুলে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ দুই পিপির কক্ষে তালা দেন বিএনপির আইনজীবীরা।

এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য হাসান পাটোয়ারি রিপন বলেন, পিপি ও স্পেশাল পিপি নিয়ে তাদের অভিযোগ রয়েছে। ফয়েজ এক সময় আওয়ামী লীগে ছিলেন। বিএনপি নেতাকর্মীরা যখন রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন এটিএম ফয়েজ তখন প্রবাসে ছিলেন। বিগত সরকারের সময় বিশেষ পিপি মুজিবুর রহমান সুবিধাভোগী ছিলেন।

এ বিষয়ে এটিএম ফয়েজ বলেন, যারা পদবঞ্চিত হয়েছেন তারাই এসব করছেন।

বিএনপি ছাড়াও সরকারি কৌসুলীর তালিকা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জামায়াতের আইনজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ ল'ইয়ার্স কাউন্সিল সিলেটের নেতৃবৃন্দ। তারা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে ইতোমধ্যে স্মারকলিপিও দিয়েছেন।

এক যুগ পর দেশে ফিরলেন কয়ছরসহ যুক্তরাজ্য বিএনপি শতাধিক নেতাকর্মী

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : দীর্ঘ এক যুগ পর যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য কয়ছর এম আহমেদ দেশে ফিরেছেন। গত রবিবার (২০ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাজ্য বিএনপির অন্তত ১০০ নেতাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে দেশের মাটিতে পা রাখেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কয়সর আহমদের সঙ্গে থাকা যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সুজাতুর রেজা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে।

জগন্নাথপুরের বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, জগন্নাথপুর পৌর শহরের ছিলিমপুর গ্রামের বাসিন্দা উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি যুক্তরাজ্য বিএনপির সফল সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ গত এক যুগ ধরে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা-হামলার কারণে দেশে আসতে পারেননি। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন হওয়ায় তিনি দেশে আসার সিদ্ধান্ত নেন। গত বুধবার ৭৭ নেতাকর্মীকে সফরসঙ্গী করে যুক্তরাজ্য থেকে সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করেন।

পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে গত শনিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরব থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন বিএনপির ওইসব নেতা। রবিবার সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন তারা।

এ সময়ে যুক্তরাজ্য থেকে আরো ২৩ নেতাকর্মী তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। ঢাকায় পৌঁছনোর পর শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে কয়ছর আহমদ শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারতে করেন। পরে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়সহ দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেন।

আমরা দেশে পৌঁছেছি। খুবই ভালো লাগছে। দীর্ঘদিন পর দেশের মাটিতে পা রাখলাম। জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছে দেশ। মামলা-হামলার ভয়ে জন্মভূমিতে এত দিন আসা হয়নি।

এদিকে কয়ছর আহমেদের আগমন উপলক্ষে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে তার নিজের এলাকা সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের স্বাগত জানিয়ে গণসংবর্ধনার আয়োজন করা

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা তুঙ্গে কমলা হারিস না ট্রাম্প দ্বিধায় ভোটাররা

যুক্তরাষ্ট্র হাঁটছে ভুলপথে মনে করেন ১০ ভোটারের মধ্যে সাতজন

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ডোনালড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিস উভয়েই বিচক্ষণতার ছাপ দেখাতে পারবেন বলে মনে করছেন না আমেরিকান ভোটাররা। এ নিয়ে বড় ধরনের দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়েছেন তারা। স্বল্প ও মাঝারি আয়ের মানুষকে ট্যাক্সের জাঁতাকল থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়ার অঙ্গীকার করায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রতি কিছুটা আস্থা থাকলেও ট্রাম্প নিয়ে হতাশার শেষ নেই। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা 'দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চ' পরিচালিত সর্বশেষ জরিপে প্রতি ১০ ভোটারের সাতজনই মনে করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে। সোমবার সকালে প্রকাশিত এই জরিপ ফলাফলে আরও উদঘাটিত হয় যে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ডোনালড ট্রাম্পের যে কৃতিত্ব ছিল তা হতাশার আবহে নিপতিত হয়েছে আসন্ন নির্বাচনে মার্কিনিদের প্রত্যাশার বিপরীতে হরদম মন্তব্য প্রদানের জন্য। এগুলো হচ্ছে গর্ভপাত, অভিবাসন, অপরাধ এবং পররাষ্ট্রনীতি। অভিবাসীদের রক্ত-ঘাম-মেধায় গড়ে ওঠা আমেরিকা থেকে কাগজপত্রহীন (আনডক্যুমেন্টেড) অভিবাসীদের ঢালাওভাবে গ্রেপ্তারের পরই বহিষ্কারের অঙ্গীকার করেছেন ডোনালড ট্রাম্প। নিবন্ধিত ভোটারের ওপর পুরো সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালিত এই জরিপে কর্মসংস্থানে, গৃহায়ণ সমস্যা, মাঝারি শ্রেণির ট্যাক্স হ্রাসে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম কমাতে, গ্যাস এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাসে কোন প্রার্থী বেশি পারদর্শী হবেন-এমন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ এসব মৌলিক ইস্যুতে কে আমেরিকানদের প্রত্যাশার পরিপূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে ভোটাররা মনে করছেন। ট্রাম্পের চেয়ে কমলার প্রতি কিছুটা বেশি আস্থা রাখতে পারছেন বলে জবাবে উল্লেখ করেছেন। রবিবার ছিল কমলা হ্যারিসের জন্মদিন। এ নিয়েও তীর্যক মন্তব্য করেছেন ডোনালড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, কমলাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে পারতাম কিন্তু তিনি একের পর এক মিথ্যাচার করছেন ভোটারদের সঙ্গে। বিশেষ করে কলেজে অধ্যয়নকালে ফাস্টফুডের দোকান ম্যাকডোনালডে কাজ করেছেন বলে যে দাবি করেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। রবিবার স্যুইং স্টেট পেনসিলভেনিয়ার বাকস কাউন্টিতে নির্বাচনি সমাবেশের একপর্যায়ে নিকটস্থ ম্যাকডোনালডে স্টোরে যান ডোনালড ট্রাম্প। সেখানে গিয়ে তিনি ফ্র্যাঞ্চ ফ্রাই (আলু ভাজি) করতে চান। এবং যথারীতি ৫ মিনিট সেই কাজটি করেন। আরও ১০ মিনিট তিনি খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে গাড়িতে থাকা গ্রাহকের অর্ডার সার্ভ করেছেন। উল্লেখ্য, ম্যাকডোনালড স্টোরটি আগে থেকেই সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ রাখা হয় ট্রাম্পের আগমন উপলক্ষে। তবে তিনি আলু ভাজি করার সময় তা খুলে দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীর অনেকেই গ্রীষ্মের ছুটির সময় ম্যাকডোনালডে কাজ করেন। এ ছাড়া নবাগত অভিবাসীরাও এমন স্টোরে কাজ করেন। কিন্তু ন্যায্য পারিশ্রমিক

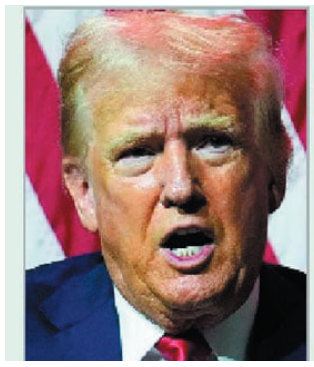

কখনো পাননি। বাইডেন-হ্যারিস আমলে প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম মজুরি ১৫ ডলারের অধিক করা হয়েছে। নির্বাচিত হলে ম্যাকডোনালডসহ ফাস্ট ফুডের কর্মচারীদের মজুরি বাড়াবেন বলে কোনো অঙ্গীকার করেননি রিপাবলিকান ট্রাম্প। অধিকন্তু তিনি কমলাকে মিথ্যুক হিসেবে অভিহিত করেছেন যে, কখনোই নাকি ম্যাকডোনালডের মতো বার্গার ফ্যাঞ্চাইজে কমলা কাজ করেননি। কমলা হ্যারিসের চলমান বিজ্ঞাপনে ম্যাকডোনালডের কাজের অভিজ্ঞতাও বিবৃত হওয়ার পরই ট্রাম্প এমন আক্রমণ করলেন। জানা গেছে, আশির দশকে কলেজ শিক্ষার্থী থাকাবস্থায় কমলা ও তার স্বামী আমহোফ ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিখ্যাত সানফ্রান্সিসকোর একটি ম্যাকডোনালডের কাজ করেন। মজুরি পেয়েছিলেন ঘণ্টায় মাত্র ৩.৩৫ ডলার করে। এ বিজ্ঞাপনে নতুন প্রজন্মের ভোটাররা কমলার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। এটা সহ্য হচ্ছে না ট্রাম্পের। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা সাধারণ ভোটার তথা খেটে খাওয়া মানুষের সাপোর্ট পেতে এর আগেও চুলকাটার দোকান, কলেজ-ক্যান্টিন, চার্চ ইত্যাদি স্থানে গেছেন। এবার ট্রাম্প বেছে নেন ম্যাকডোনালডকে। সে সময় ট্রাম্প গণমাধ্যমকে বলেন, তিনি নাকি সবসময়ই ম্যাকডোনালডের কাজে আগ্রহী ছিলেন। গাড়ি চালিয়ে দরজার কাছে আসা গ্রাহকের একজন ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল তিনি মেনে নেবেন কিনা। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'অবশ্যই, যদি সেটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়।' কমলা হ্যারিসের বেড়ে ওঠার পর সানফ্রান্সিসকোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল এবং পরবর্তীতে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ইউএস সিনেটর হওয়া কমলা হ্যারিস বাইডেনের রানিংমেট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এখনো সে দায়িত্বে রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। সানফ্রান্সিসকো পরিণত হয়েছে বিশ্বের প্রযুক্তি রাজধানীতে। তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবকরা বিশ্বের সেরা ধনীতে পরিণত হলেও কমলা তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন ধরে রাখতে পারেননি। যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন বারাক ওবামা ২০০৮ সালে, এবার তাতে ফাটল ধরিয়েছেন টেসলা সিইও ইলন মাস্ক। প্রকাশে মাঠে নেমেছেন ট্রাম্পের পক্ষে। ভোটারকে কমলার বিপক্ষে গিয়ে ট্রাম্পকে ভোট দিতে বিলিয়ন ডলারের অধিক ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। এ অবস্থায়ও সিলিকন ভ্যালিসহ আমেরিকার অপর প্রান্ত নিউইয়র্কের বিত্তশালী ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী-শিল্পপতিরা এর আগের সোমবার মাথাপিছু ৫০ হাজার ডলারের এক তহবিল সংগ্রহে মিলিত হয়েছিলেন কমলার পক্ষে।

কমলা হ্যারিসের ভগ্নিপতি বিশ্বখ্যাত পরিবহন-ব্যবস্থার জনক 'উবার'-এর চিফ লিগ্যাল অফিসার টনি ওয়েস্ট তহবিল সংগ্রহের এ আয়োজন করেছিলেন। এভাবেই স্বল্প সময়ে কমলা তার নির্বাচনি তহবিলকে বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। আগেই জানানো হয়েছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এবং কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের ভোট ব্যাংক কমলার পক্ষে নিশ্চিতের জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। অপরদিকে, কমলা নিজে এখন ব্যস্ত রয়েছেন বিজয় নির্ধারণী স্টেট তথা স্যুইং স্টেটগুলোর তরুণ-তরুণী ভোটার এবং মুসলিম আমেরিকানদের মনোযোগ বাড়াতে। বাইডেনের গাজা পরিস্থিতি হ্যান্ডেল নিয়ে বিরূপ হওয়া মিশিগানের মুসলমান ভোটারের বড় একটি অংশ এখন 'মন্দের ভালো' ভাবছেন কমলাকে। এটি ডেমোক্র্যাট শিবিরে স্বস্তি ফেরাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলার অবদানকে কেউই ইতিবাচক হিসেবে মেনে নিতে চাচ্ছেন না। কারণ, ২০২৪ অর্থবছরেও বাজেট ঘাটতি ব্যাপক আকার ধারণ করে তা ১.৮৩৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উঠেছে। করোনা মহামারির পর যে কোনো বছরের চেয়ে তা বেশি বলে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট উল্লেখ করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর সমাপ্ত ২০২৪ অর্থবছর ঘাটতির পরিমাণ ছিল

লেবাননজুড়ে ইসরাইলের ভয়াবহ হামলা, নিহত ২৪

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : লেবাননের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এতে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। এসময়ে আহত হয়েছেন আরও অনেকেই। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে আনাদোলু।

সোমবার লেবাননের সরকারি ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের মেরুয়ানিয়াহ শহরে ইসরাইলি বিমান হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এতে আরও অনেকে আহত হয়েছেন। খারায়েব শহরে ইসরাইলের আরেকটি বিমান হামলায় চারজন নিহত এবং আরও চারজন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

লেবাননের এই মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, বাবলিয়াহ শহরে ইসরাইলি বিমান হামলায় দুই শিশুসহ আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন এবং দক্ষিণ লেবাননের কাফর হাত্তাতে ইসরাইলি বিমান হামলায় আরও একজন নিহত হয়েছেন।

দেশটির পূর্বাঞ্চলের বালবেক শহরে ইসরাইলি বিমান হামলায় এক শিশুসহ আরও ছয়জন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে পৃথকভাবে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মূলত আন্তর্জাতিক ক্ষোভ এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান সত্ত্বেও ইসরাইল গাজা এবং লেবাননে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে ভূখণ্ডটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইসরাইল ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে। এছাড়া ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে ৪২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

অন্যদিকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী বৈরুতের পাশাপাশি লেবাননজুড়ে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল।

লেবাননের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, গত বছর থেকে ইসরাইলি হামলায় প্রায় ২৫০০ মানুষ নিহত এবং আরও ১১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ

কে এই লড়াকু হামাস নেতা সিনওয়ার?

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : ফিলিস্তিনির স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহত হওয়ার খবরটি গতকাল বৃহস্পতিবার যৌথভাবে নিশ্চিত করেছে দখলদার ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও দেশটির নিরাপত্তা সংস্থা।

গত বছরের ৭ অক্টোবর দখলদার ইসরাইলে আকস্মিক হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে ধরে নেওয়া হয় সিনওয়ারকে। যার ফলে গাজার অকুতোভয় এই বীরকে ধরার জন্য ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র হন্যে হয়ে খুঁজতে ছিল।

তাকে খোঁজার জন্য গাজা উপত্যকায় তারা হাজার হাজার সৈন্য এবং ড্রোন মোতায়েন করে। এছাড়া ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং বিভিন্ন জনের সহযোগিতা নেয় ইহুদি দেশটি।

তবে তুষার শুভ্র সাদা চুল এবং কালো আইব্রুর অধিকারী সিনওয়ার গত বছর ইসরাইলে হামলার পর এক প্রকার অদৃশ্য হয়ে যান। ওই হামলায় ১২০০ জনকে হত্যা এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে হামাস।

সিনওয়ার ১৯৬২ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিস শরণার্থী শিবিরে জন্মগ্রহণ করেন। গাজার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি খান ইউনিস স্কুলে পড়াশোনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরবি স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০১১ সালে তিনি গাজা উপত্যকার এক নারীকে বিয়ে করেন। তাদের তিনটি সন্তান রয়েছে।

৬২ বছর বয়সি এই নেতা তার জীবনের ২৩ বছরই কাটিয়েছেন দখলদার ইসরাইলের কারাগারে। ১৯৮২ সালে ২০ বছর বয়সে তিনি প্রথম গ্রেফতার হন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে। তাকে চার মাসের প্রশাসনিক আটকাবস্থায় রাখা হয়। মুক্তির পর মাত্র এক সপ্তাহ পরে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে ছয় মাস কারাগারে রাখা হয়। ১৯৮৫ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং

আট মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৮৮ সালে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং দুই ইসরাইলি সৈন্যকে অপহরণ ও হত্যার পাশাপাশি ইসরাইলের সঙ্গে সহযোগিতা করার সন্দেহে চার ফিলিস্তিনিকে হত্যার নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে তার বিচার করা হয়। এ মামলায় তাকে চার দফা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কারাবাসের সময় সিনওয়ার ইসরাইলি কারাগারে হামাস বন্দীদের সুপ্রিম লিডারশিপ কমিটির নেতৃত্ব দেন। একের পর এক অনশন ধর্মঘটের সময় কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিচালনা করতে সহায়তা করেন। এ সময় তাকে বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার দুইবার কারাগার থেকে পালানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

সিনওয়ার তার কারাজীবনকে পড়া-লেখা, হিব্রু শেখা এবং রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বই রচনা ও অনুবাদ করার কাজে ব্যবহার করেন। তিনি ২০১১ সালে ইসরাইলের সঙ্গে হামাসের এক বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসাবে মুক্তি পান।

মুক্তির পর, ২০১২ সালে আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের সময় সিনওয়ার হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোতে নির্বাচিত হন, যেখানে তিনি নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব পান। ২০১৩ সালে তিনি হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার ২০১৭ সালে গাজায় আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ২০২১ সালে তিনি আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে চার বছরের মেয়াদের জন্য পুনর্নির্বাচিত হন।

জামাতে নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম

তামান্না ইসলাম

পুরুষের জন্য জামাতে নামাজ আদায় করার ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জামাতে নামাজ আদায় করা তথা মসজিদে গিয়ে একসঙ্গে নামাজ পড়ার গুরুত্ব আরও ব্যাপক। জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন আসে, তা অসাধারণ। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকাত দাও এবং আর যারা রুকু দেয় তাদের সঙ্গে রুকু দাও। (সূরা বাকারা-৪৩)।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, 'যদি লোকেরা জানত আজান ও প্রথম কাতারের সওয়াব সম্পর্কে এবং তাদের যেতেও হতো হামাগুড়ি দিয়ে, তবুও তারা আসত। '(বুখারি ও মুসলিম)। নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করতে বেশি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ আদায় করার গুরুত্ব অনেক বেশি। জামাতে নামাজ আদায় করা আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। এটা ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের জন্য ফলস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জামাতে নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের। (বুখারি-৬৪৫)।

রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের জন্য পরিপূর্ণরূপে ওজু করে কোনো ফরজ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে যায় এবং তা লোকেদের সঙ্গে অর্থাৎ জামাতসহকারে অথবা মসজিদে পড়ে, আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে দেন।' (মুসলিম-২৩২)। প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার নামাজ জামাতে আদায় করে, সে যেন পুরো রাত ইবাদত করল।' (মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওজু করে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক একটি পাপ মাফ হয় এবং এক একটি কদমের জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। (মুসলিম)। তিনি আরও বলেন, 'মুসলমানদের ওপর আল্লাহর একটি অধিকার হলো, তারা মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করবে।' (আবু দাউদ)।

জামাতে নামাজের ফলে দুনিয়ায় ধনী গরিব সবাই এক হয়ে মিশে যায়। একই নামাজের সারিতে রাজা-প্রজা একত্রে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। ইমাম যদি কুৎসিতও হয় বা নিম্ন শ্রেণির মানুষও হয় তাহলেও তার পেছনে সবাই একত্রিত হয় নামাজের জন্য। আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে আবু যার! শুনবে এবং মানবে। যদি কালো কুৎসিত এবং এবড়ো-খেবড়ো মাথাবিশিষ্ট হাবশী (তোমাদের নেতা) হয় তবু।'

জামাতে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে সব কাজে ইমামের অনুসরণ করতে হবে এবং তার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া যাবে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবিজি (সা.) বলেন, অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকু করেন তখন তোমরাও রুকু করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। যুদ্ধ কি শান্তি, সুস্থ কি অসুস্থ সব অবস্থায় এমনকি ওফাতের আগে মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সালাত আদায়ে অবহেলা করেননি বিন্দুমাত্র। যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) জামাতে নামাজ আদায়ে গাফিলতির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং তার কোনো অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও জামাতে উপস্থিত হলো না, তার সালাত হবে না।' (ইবনে মাজাহ : ৭৯৩)। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব জানা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং (হে নবি,) আপনি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকেন ও তাদের নামাজ পড়ান, তখন (শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময় তার নিয়ম এই যে) মুসলিমদের একটি দল আপনার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে।

কোনো অন্ধ মানুষকেও নবিজি জামাতে নামাজে অনুপস্থিত থেকে ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি দেননি। অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবি (সা.)-এর দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মতো আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদিনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা-নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে। (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি হবে কি?' আল্লাহর নবি তাকে ডেকে ওজর শুনে ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে মহানবি তাকে ডেকে বললেন, "কিন্তু তুমি কি আজান 'হাইয়্যা আলাস সালাহ্, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' শুনতে পাও।" তিনি উত্তরে বললেন, 'জি হ্যাঁ।' মহানবি বললেন, 'তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য কোনো অনুমতি পাচ্ছি না।'

যারা নামাজের জামাতে মসজিদে হাজির হয় না, মহানবি (সা.) তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। জামাত পরিত্যাগকারীর প্রতি সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, আমার ইচ্ছা হয় আমি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেই আর নামাজের আজান দেওয়ার জন্য হুকুম দেই। এরপর আমি এক ব্যক্তিকে হুকুম করি, যেন সে লোকদের নামাজের ইমামতি করে। আর আমি ওইসব লোকের দিকে যাই, যারা নামাজের জামাতে হাজির হয়নি এবং তাদের বাড়িঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।' (বুখারি)।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মহানবি (সাঃ)

মোহাম্মদ মাকছুদ উল্লাহ

সাম্প্রদায়িকতা হলো ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী বা মতাদর্শের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। এটি একটি বৈষম্যমূলক এবং ক্ষতিকর প্রক্রিয়া-যা সমাজে বিভেদ, সহিংসতা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা সমাজের জন্য একটি বড় হুমকি। ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে না। বরং ইসলাম এসেছে সামস্প্রদায়িকতামুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, সাম্য ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে। তাই তো ইসলামের নবি হজরত মোহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষকে ডাকে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং ওই ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যুদ্ধ করে আর ওই ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয় যে সাম্প্রদায়িকতার ওপর মৃত্যুবরণ করে। হাদিসটি হজরত যুবাইর আবনে মুতইম (রা.) বর্ণনা করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ : ৫১২১)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মক্কাতে, জীবনের ৪০টি বছর তিনি নিজ জন্মভূমিতে স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর পাশবিকতা দেখতে দেখতে মনযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কারণ সাম্প্রদায়িকতা তাদের সম্পূর্ণভাবে হিংস পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবিক চরিত্রে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করছিলেন। দীর্ঘদিন হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে শান্তির ধর্ম ইসলামের শেষ নবি হিসাবে বার্তা প্রেরণ করেন। তাঁকে মানব মুক্তির মাহাসনদ আল-কুরাআন দান করা হয়, যাতে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের বাস্তব রূপরেখা সন্নিবেশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। জন্ম যার যেখানেই হোক সব মানুষই সমান। স্থান, কাল, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করা মহা-অন্যায়। ইরশাদ হয়েছে, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজনমাত্র পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ওই ব্যক্তি, যে সব চেয়ে বেশি খোদাভীরু। (সূরা আয-যুমার : ১৩)। পবিত্র কুরাআনে আরও ইরশাদ হয়েছে, আর তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলির অন্যতম হলো আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আর-রুম : ২২)। সুতরাং জাতি-গোষ্ঠী, ভাষা-বর্ণ, শ্রেণি ও পেশার ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুওয়াত লাভের পর দীর্ঘ ১৩ বছর স্বজাতিকে শান্তির পথে, সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা বর্জন করে সাম্যের পথে আহ্বান জানিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম আহ্বানে বলেছিলেন, 'হে মানব সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাহলেই তোমরা মুক্তি লাভ করবে।' মহানবির আহ্বানের সার কথা ছিল, তোমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, একে অপরকে নিজের সমমর্যাদার ভাবতে শেখ, এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তাহলে তোমাদের মধ্যকার সব ভেদাভেদ, সব অশান্তি দূরীভূত হয়ে সাম্য ও শান্তির সমাজ গড়ে উঠবে। মহানবির সে আহ্বানে মক্কার লোকেরা সাড়া দেয়নি। বরং তারা তাঁর ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে। অবশেষে তিনি একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, মানুষ একে অপরকে নির্যাতন করবে না, সবাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে' ৫২ বছর বয়সে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা হিজরত করেন। মদিনা হিজরতের পর মহানবি (সা.) সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ যা লিখিতভাবে স্থায়ীরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবির সে চুক্তি মদিনা সনদ নামে প্রসিদ্ধ এবং এটি ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান। মদিনা সনদের কয়েকটি ধরা ছিল নিম্নরূপ : ১. সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, পৌত্তলিক ও মুসলমান মিলিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র জাতি গঠন করবে ২. সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সনদে স্বাক্ষরকারী সবাই সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণ প্রতিহত করবে ৩. সনদে স্বাক্ষরকারী সব সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ৪. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বতভাবে সাহায্য করা হবে ৫. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিরোধ দেখা দিলে হজরত মোহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার সমাধান করবেন ৬. কেউ কোরাইশদের সঙ্গে কোনো ধরনের সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না এবং মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না ৭. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলে সেটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে, এজন্য তার সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না। ৮. সর্ব প্রকার পাপকে ঘৃণা করতে হবে। কোনোভাবেই পাপী ও অপরাধী ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া যাবে না ৯. মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো, এখন থেকে এখানে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ১০. হজরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া মদিনাবাসী কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদিসে বলেছেন, আল্লাহর কাছে সব থেকে অভিসপ্ত তিন শ্রেণির মানুষ ১. হেরেম শরিফের মধ্যে পাপাচারকারী ২. ইসলামের আগমনের পর জাহেলি কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী ও ৩. মানুষের রক্ত পিপাসু ব্যক্তি, যে অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত করতে চায়। (সহিহ আল-বুখারি : ৬৮৮২)। যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর জুলুম করবে অথবা তার কোনো ক্ষতি সাধন করবে অথবা তার ওপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাঁপিয়ে দেবে অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে নেবে আমি কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। (সুনানে আবু দাউদ : ৩০৫১)।

লেখক : পেশ ইমাম ও খতিব, রাজশাহী কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৫	৬:০৫	৭:৪০	১২:৫০	৩:৫৬	৫:৪৯	৭:১৬
শনিবার	২৬	৬:০৫	৭:৪১	১২:৫০	৩:৫৪	৫:৪৭	৭:১৪
রবিবার	২৭	৫:০৭	৬:৪৩	১১:৪৯	২:৫৩	৪:৪৫	৬:১২
সোমবার	২৮	৫:০৯	৬:৪৫	১১:৪৯	২:৫১	৪:৪৩	৬:১০
মঙ্গলবার	২৯	৫:১০	৬:৪৭	১১:৪৯	২:৪৯	৪:৪১	৬:০৮
বুধবার	৩০	৫:১১	৬:৪৮	১১:৪৯	২:৪৭	৪:৩৯	৬:০৬
বৃহস্পতিবার	৩১	৫:১৩	৬:৫০	১১:৪৯	২:৪৬	৪:৩৮	৬:০৫

ইরানে ইসরায়েলের প্রতিশোধ কতটা ভয়ানক হবে?

মোহাম্মদ সালামি

ইসরায়েল হামাস, হিজবুল্লাহ ও ইরানের শীর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের হত্যা করেই চলেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এ মাসের শুরুতে ইসরায়েলে ইরান মিসাইল হামলা করেছে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যের অনেকের কাছে ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সামনে কী ঘটতে চলেছে।

এই হামলা ইসরায়েলি হত্যাকাণ্ডে প্রতিশোধ নেওয়ার ইরানি প্রতিশ্রুতি দেরিতে হলেও পূরণ হয়েছে। একইভাবে দেশটির জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল সেটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল কীভাবে পালটা জবাব দেবে, তা নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে।

তেহরানের মেজাজ অবাধ্য হয়ে উঠেছে, ইরান সরকারের কর্মকর্তারা যেকোনো ইসরায়েলি হামলায় জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এ মাসের শুরুতে বলেছেন যে 'ইসরায়েল যদি কোনো আক্রমণ করে, তাহলে আমরা শক্তিশালী ও কঠোরভাবে তার পালটা জবাব দেব।'

ইরান সরকারের আরেকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে তেহরান মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিয়েছে যে ইসরায়েল যদি কোনো ধরনের হামলা চালায়, তাহলে তার পালটা জবাব দেওয়া হবে বেসামরিক স্থাপনায় আক্রমণসহ 'অপ্রচলিত' সব উপায়ে।

জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে যে ইসরায়েল ইরানের খার্গ দ্বীপের জ্বালানি তেলের স্থাপনায় হামলা করতে পারে। ইসরায়েল ইরানের তেল শোধনাগারে হামলা করে এই খাতকে দুর্বল করে দিতে চাইতে পারে। ইসরায়েল পূর্ণমাত্রায় হামলা চালালে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সেটা ঠেকাতে ব্যর্থ হবে।

ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কমান্ডার জেনারেল হোসাইন সালিমি ইসরায়েলেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে 'আমরা আপনাদের বলছি যে আমাদের কোনো একটা ক্ষেত্রে যদি আগ্রাসন চালানো হয়, তাহলে আমরা আপনাদের সেই ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক প্রত্যাঘাত করব।'

পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, ইসরায়েল যদি প্রতিশোধ নেয়, তবে ইরানকে একাই সেই আক্রমণের বোঝা বহন করতে হবে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা ইসরায়েলকে তাদের সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে।

এক বছর ধরে পশ্চিমারা গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সেই যুদ্ধ এখন লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ইরানের কৌশলগত মিত্র রাশিয়া ও চীন এখন পর্যন্ত তাদের অবস্থানের বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখিয়ে চলেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা তাদের জাতীয় স্বার্থের কথাই বিবেচনা করবে।

ইরানের দুর্বলতা

ইরানের হামলার পরপরই ইসরায়েল প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এক বিবৃতিতে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'ইরান আমাদের আত্মরক্ষার সংকল্প কতটা, সেটা বুঝতে পারছে না।'

ইসরায়েল কীভাবে হামলা করতে পারে এবং তাদের লক্ষ্যবস্তু কী হতে পারে, তা নিয়ে ইরানের কর্মকর্তারা তাঁদের নাগরিকদের একটা পরামর্শ দিয়েছেন। সাইবার ব্যবস্থায় নাশকতা থেকে শুরু করে সামরিক ঘাঁটি ও বেসামরিক নাগরিকদের স্থাপনায় হামলার মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁরা সতর্ক করেছেন। ইরানের তেল-জ্বালানি স্থাপনায়ও হামলা করতে পারে। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা, এমনকি পারমাণবিক স্থাপনাতেও হামলা করতে পারে।

ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থার মুখপাত্র বেহরুজ কামালভান্দি বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলার ব্যাপারটা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তারা যদি এখন হামলা করে, তাহলে যে ক্ষতিই হোক না কেন, সেটা খুব দ্রুত পূরণ করে ফেলা হবে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন, কোনো আরব দেশ যদি ইসরায়েল অথবা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালায়, তাহলে তেহরান তার প্রতিশোধ নেবে।

ইসরায়েল কী ধরনের পালটা জবাব দেবে, সেটা অবশ্যই ভবিষ্যতের হিসাব-নিকাশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে।

যা-ই হোক, ইসরায়েলের পালটা জবাবের ধরন কেমন হবে, কিংবা তার ব্যাপ্তি কতটা হবে, তার বাইরে বেরিয়েও বলা যায়, কয়েক দশক ধরে দুই দেশের মধ্যে যে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক বিরাজ করছে সেখানে ইরানকে এ ধরনের অসংখ্য হামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে।

ইরানের সাইবারব্যবস্থায় একের পর এক নাশকতা হয়েছে। ইরানের শহরগুলোর গ্যাসস্টেশনগুলোর জ্বালানিব্যবস্থা স্থবির করে দিতে সাইবার হামলা করেছে ইসরায়েল। ইরানের শাহিদ রাজি বন্দরের সাইবারব্যবস্থাতেও হামলা করেছে ইসরায়েল।

বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক বিজ্ঞানী ও সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করেছে। সম্প্রতি তেহরানে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে আসা হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডটি ছিল বিরাট এক ধাক্কা।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধাক্কা ছিল ২০১১ সালে ইরানের রকেট কর্মসূচির জনক হাসান তেহরানি মোগাদ্দামকে হত্যার ঘটনা। তেহরানের একটা সেনাঘাঁটির বাইরে বিস্ফোরণে নিহত হন তিনি। ইরান থেকে ইসরায়েল গুরুত্বপূর্ণ অনেক নথি চুরি করে নিয়ে গেছে এবং পারমাণবিক স্থাপনায় নাশকতা করেছে।

এটা কি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ?

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, পারমাণবিক স্থাপনায় চেয়ে শিল্প ও শহুরে অবকাঠামোয় হামলা হলে সেটা সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।

আসালুয়েহ বন্দর ও খার্গ দ্বীপের টার্মিনালসহ ইরানের তেল স্থাপনাগুলো ইসরায়েলের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। কেননা, এগুলো দেশটির দক্ষিণে অবস্থিত। আর সেখানে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড হলে সেটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বড় করে প্রচার পাবে।

ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো মাটির অনেক গভীরে অবস্থিত এবং সেগুলো দেশটির মধ্যভাগে অবস্থিতি। সেখানে হামলা করতে হলে ইসরায়েলের বড় ধরনের সামরিক প্রচেষ্টা যেমন দরকার, আবার যুক্তরাষ্ট্রের 'বাঙ্কার বাস্টার' বোমা পাওয়া দরকার। যা-ই হোক, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পারমাণবিক স্থাপনায় যেকোনো হামলার বিরোধিতা করেছেন।

এই সংঘাতে বাইডেন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ইরান সরকার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সম্প্রতি ইসরায়েলকে মিসাইলবিরোধী থাড প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিজ নাসিরজাদেহ বিষয়টির গুরুত্বকে খাটো করে এটিকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়; আর এটা সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যাও তৈরি করবে না।'

ইরান সংসদের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্য ভাহিদ আহমাদি বলছেন, থাড ব্যবস্থায় হামলার সামর্থ্য ইরানের রয়েছে।

জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে যে ইসরায়েল ইরানের খার্গ দ্বীপের জ্বালানি তেলের স্থাপনায় হামলা করতে পারে। ইসরায়েল ইরানের তেল শোধনাগারে হামলা করে এই খাতকে দুর্বল করে দিতে চাইতে পারে। ইসরায়েল পূর্ণমাত্রায় হামলা চালালে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সেটা ঠেকাতে ব্যর্থ হবে।

মোহাম্মদ সালামি: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিসের গবেষণা সহযোগী, মিউলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

ধন্যবাদ উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে

রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি অংশ সুকৌশলে সংস্কার ও নির্বাচনকে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। তারা বলছেন, আগে সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। সংস্কারের পর নির্বাচনের প্রশ্ন আসবে। পায়ের তলায় যাদের মাটি নেই তারাই এমন তত্ত্বে বেশি আগ্রহী। একইভাবে যারা ক্ষমতা ছেড়ে জনরোষের ভয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেছেন অথবা দেশে আত্মগোপন করে আছেন তারাও চান যে কোনো অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত হোক। নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখতে পারলে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হবে। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে। আর তা সম্ভব হলে ১৫ বছরের লুটপাটের টাকা ব্যবহার করে তারা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস ইত্যাদি ইস্যু ব্যবহার করে প্রতি বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে এমন দিবাস্বপ্নেও মগ্ন। রাজনৈতিক সচেতন মহল মনে করেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জরুরি সংস্কার শেষে সরকারকে নির্বাচনের দিকে পা বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কাজ অন্তর্বর্তী সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে। তার মধ্যে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সত্যিকার মানবিক করে তোলা অন্যতম। এর পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব বিগত সরকারের যারা হত্যা, নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের জন্য দায়ী তাদের বিচার শুরু করতে হবে। সাম্প্রতিক স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ এবং আহতদের পরিবারকে সহায়তা দান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ সরকারের আশু কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেশবাসীর সিংহভাগ খেটে খাওয়া মানুষ; এদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার লক্ষ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু পথে পরিচালনায় অবিলম্বে ব্যাংকিং খাতের ডাকাত-দস্যুদের আটক করে বিচার শুরু করাও জরুরি। পতিত সরকারের অপকর্মের সহযোগী দালাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাষ্ট্রের প্রতিটি দপ্তর থেকে বিতাড়ন ও তাদের অপরাধের যথাযোগ্য বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। শিল্পকারখানা ও কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম সচল করা সরকারের কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। রক্ত পানি করা শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠান যেসব প্রবাসী রেমিট্যান্সযোদ্ধা তাদের বিমানবন্দর থেকে সর্বত্র সম্মানিত করার মাধ্যমে হুন্ডি-দস্যুদের প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। পতিত সরকারের দালালদের দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল ও অবৈধ সব আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা সময়ের দাবি। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে পাচার লাখ লাখ কোটি টাকা অবিলম্বে বিভিন্ন দেশের ব্যাংক থেকে ফেরত আনার উদ্যোগও নিতে হবে।

আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে, সরকারি প্রতিটি দপ্তরে স্বৈরাচারী গোষ্ঠীর চাটুকার-মোসাহেব ও তাদের প্রেতাত্মারা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য : শিক্ষার্থী-গণমানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সাফল্যকে কালিমা লিপ্ত করে সরকারকে ব্যর্থ করে দেওয়া। এজন্য চক্রান্তকারীরা দুনিয়াব্যাপী তৎপরতা চালাচ্ছে। সবারই জানা যে, পলাতক প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি মদতদানের ফলে তার পরিবার-পরিজন ও দলীয় নেতা-কর্মীরা ও তাদের মোসাহেব-চাটুকার আমলারা সাড়ে ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রকে খাবলে খেয়েছে। অনুমান করা হয়, রাষ্ট্রের কয়েক লাখ কোটি টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এরকম লাগামহীন অনৈতিক কাজ খুব কমই হয়েছে। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী গণ আন্দোলন যত জোরদার হয়েছে ফ্যাসিস্ট সরকার ততই তার দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন চালায়। এতে তিন সপ্তাহেই কমপক্ষে ১৮০০ মানুষের প্রাণ যায়। আহত হন কমপক্ষে ১৮ হাজার শিক্ষার্থী-গণমানুষ। তাদের অনেকেই চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এসব শহীদের আত্মত্যাগের মূল্য জাতি কীভাবে দেবে? কীভাবে শহীদ আহত আর পঙ্গুত্ববরণ করা আত্মত্যাগী বীরের ওপর ফ্যাসিবাদী হামলার প্রতিশোধ নেবে? এজন্য দৃষ্টান্তমূলক বিচারের উদ্যোগ নিতে হবে। নইলে বিচার কার্যক্রম ঝুলে যাবে। তখন ফ্যাসিস্ট দানবরা লুণ্ঠিত অর্থের একাংশ ঘুষ বাবদ খরচ করে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্যয় করবে। দেশের ৫৩ বছরের ইতিহাস প্রমাণ দেয়- হত্যাকান্ডসহ অগণন অপরাধের বিচার হয়নি, টাকার জোরে, ক্ষমতার জোরে নানাভাবে অপরাধীরা আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে বিচারপ্রার্থী অসহায় মানুষের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আরও অপরাধ করতে থেকেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা কেঁদে মরেছে, প্রতিকার পাননি। লাখো মানুষের আত্মত্যাগকে স্বার্থক করতে নির্বাচনের পথে হাঁটতে হবে জাতিকে। এ বিষয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অভিভাবকের ভূমিকা পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। যিনি অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ধন্যবাদ মাননীয় উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলকে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ে সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঞ্চালনায় 'আজকের সংবাদপত্র' অনুষ্ঠানে সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল নির্বাচন নিয়ে মতামত রেখেছেন। বলেছেন, তাঁর মনে হচ্ছে আগামী বছরের মধ্যে নির্বাচন করা হয়তো সম্ভব হবে। এটা অবশ্য তাঁর অনুমান। তাঁর মতে, 'নির্বাচনের জন্য অনেক ধাপ রয়েছে। নতুন নির্বাচন কমিশনের জন্য সার্চ কমিটি লাগবে। সার্চ কমিটি করতে হলে পিএসসির চেয়ারম্যান লাগবে। সেটার নিয়োগ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রথম কাজ হবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। সঠিক ভোটার তালিকা করতে হবে। নির্বাচনের জন্য এসব ধাপ চিন্তা করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে সার্চ কমিটি হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন গঠন হবে।' তিনি বলেছেন, 'ভুয়া নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচন করা হোক, সেটা কেউ চান না। নিশ্চয়ই কেউ চায়নি হাবিবুল আউয়াল কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করে দেবে। এটা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।' আইন উপদেষ্টা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর প্রথম কাজ হবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। ফ্যাসিস্ট সরকার ২০২৪ সালের ভুয়া নির্বাচনে ভোটার তালিকা নিয়ে ব্যাপক অরাজকতা করেছিল। হয়তো ভয় ছিল, নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলে কী অবস্থা হবে।' আইন উপদেষ্টা মতিউর রহমান চৌধুরীর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'আপনারা অনুসন্ধান করুন, ২০২৪ সালের ভোটার তালিকার নামে কী করা হয়েছিল। সুতরাং ভোটের আগে একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ছাড়া এ ভোটার তালিকা তৈরির আদেশ কেউ দিতে পারে না। প্রধান উপদেষ্টার আদেশে ভোটার তালিকা হবে না। নির্বাচন কমিশনের আদেশে হবে।'

পরদিন শুক্রবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে বর্তমানে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা। নিত্যপণ্যের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে। বর্তমানে দেশে কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর এবং স্বল্প আয়ের মানুষ দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মানুষের আয় সেভাবে বাড়েনি। সরকারকে বলব- জিনিসপত্রের দাম কমাতে পদক্ষেপ নিন। পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বাস্তব ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। মাফিয়া সিন্ডিকেট ভাঙতে প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়াতে হবে। সংস্কার অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংস্কার ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। যে কোনো সংস্কারে জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকলে তা ভালো ফলাফল দেয় না। স্বৈরাচার সরকারের সুবিধাভোগীরা ঘরে-বাইরে, প্রশাসনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা সরকারকে ব্যর্থ করে দিতে চায়। ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে না পারলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের অর্জন বিপন্ন হবে। রাষ্ট্রকে জনগণের প্রত্যাশিত কাজ করতে হবে। স্বৈরাচারের দোসরদের বসিয়ে রেখে কোনো উপকার মিলবে না।

দেশের ভোট পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চলছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আনুপাতিক ভোটের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথিবীর অনেক দেশ এ পদ্ধতি চালু করে ফিরে এসেছে। একটা নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে হলে সমাজ এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার মিল থাকতে হবে। সুশীল সমাজ এটার ওপর বক্তব্য রাখছেন, আর এটার ওপর ভিত্তি করে আপনারা যদি মনে করেন এটা সঠিক, তাহলে নির্বাচনব্যবস্থা আরও ভেঙে যাবে। এখন এই আনুপাতিক পদ্ধতিটা বুঝতেই চলে যাবে ৫-১০ বছর। পতিত স্বৈরাচার বসে নেই। বৃহস্পতিবার প্রতিবেশী দেশের স্টেটমেন্টে তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- 'শেখ হাসিনা সেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন।' ভারতের সঙ্গে তো আমাদের প্রত্যর্পণ চুক্তি আছে।

প্রায় ৫০০০ পেনশনার পাবেন জনপ্রতি ১৭৫ পাউন্ড

মাত্র ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন মানুষ এবার এই ভাতার জন্য যোগ্য হবে। এটি ৬৬ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং বিগত বছরে ১১ দশমিক ৪ মিলিয়ন মানুষ এই ভাতা পেতেন।

এছাড়াও, টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় ৪,৩০৪ জন পেনশনভোগী-যারা পেনশন ক্রেডিটের জন্য যোগ্য, কিন্তু বর্তমানে দাবি করছেন না তাদের জন্যও একটি উদ্যোগ নেয়া হবে, যাতে তারা ওয়ার্ক এন্ড পেনশন ডিপার্টমেন্ট (ডব্লিউপিডি) এর কাছ থেকে প্রাপ্য পেমেন্ট গ্রহণ করতে সক্ষম হন। এই দুটি উদ্যোগের মাধ্যমে, কাউন্সিল শীতকাল জুড়ে প্রায় ৯,০০০ পেনশনভোগীকে সহায়তা করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র, লুৎফুর রহমান এ উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, "শীতকালীন জ্বালানির অর্থ প্রদান অর্থনৈতিক যাচাইয়ের ভিত্তিতে করা হলে, এর খারাপ প্রভাব পেনশনধারীদের ওপর পড়বে, যারা ইতোমধ্যে বিদ্যুতের খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে চাপের মধ্যে আছেন। একারণে অনেক পেনশনধারী জ্বালানি বিল পরিশোধের ভয়ে ঘর গরম করার ব্যবস্থা চালু করতে পারবেন না, যা একেবারেই অযৌক্তিক। এই কারণে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি এবং যারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তনের ফলে প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বাদ পড়বেন, তাদের জন্য আমরা ব্যক্তি প্রতি ১৭৫ পাউন্ড মূল্যের সুরক্ষা প্রদান করছি।"

কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড দ্যা কস্ট অব লিভিং, কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেনঃ "প্রথমে আমি ৬০ বছরের বেশি সকলকে ডব্লিউপি পেনশন ক্রেডিট দাবি করার জন্য উৎসাহিত করব, কারণ এটি আপনাকে একটি অতিরিক্ত সুবিধা দেবে, এবং এটি আবাসন খরচ, কাউন্সিল ট্যাক্স এবং ঘর গরম করার বিলের জন্য অন্য সুবিধার দ্বার খুলে দিতে পারে।

উল্লেখ্য, টাওয়ার হামলেটসে ১ লাখ ৯ হাজার ৮৯৮টিরও বেশি মিসড বেনিফিট ক্লেম রয়েছে, যার মোট পরিমাণ ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি। আপনার সম্ভাব্য প্রাপ্য নিশ্চিত করতে আমাদের বেনিফিট ক্যালকুলেটর টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে মাত্র ১০ মিনিট সময় ব্যয় করে আপনি হেলদি স্টার্ট, ফ্রি স্কুল মিলস, চাইলড বেনিফিট, ফ্রি চাইলড এবং আরও অনেক কিছু দাবি করতে পারেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতীয় বিয়ে করায় স্ত্রীর হাতে ইমাম খুন

ছেলে। তিনি হিলালপুরের একটি মসজিদের ইমামের দায়িত্বে ছিলেন। ভাড়া বাসায় স্ত্রী নাদিয়া বেগমকে (৪০) নিয়ে থাকতেন। ওই বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নাদিয়া বেগম দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। প্রবাসে থাকাকালীন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইমামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ২০২০ সালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পর স্বামীর চাপে তিনি দেশে চলে আসেন।

প্রবাসে থাকাকালীন আয়ের সব টাকা ওই নারী তাঁর স্বামীর কাছে দিতেন। দেশে আসার পর বিভিন্ন সময় তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। গত ১৫ দিন আগে স্ত্রীকে না জানিয়ে ইমাম আরেকটি বিয়ে করেন। যে কারণে স্বামীর প্রতি ক্ষোভ বেড়ে যায় ওই নারীর।

শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় স্বামী রুহুল আমীনকে ভাতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খেতে দেন স্ত্রী। পরবর্তীতে রাতের কোনো এক সময় অচেতন অবস্থায় স্বামীকে শ্বাসরোধে হত্যা করে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখেন। পরে রুহুল আমীনের পরিবার ও এলাকাবাসীকে জানান স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে এলাকাবাসী খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাসার খাটের নিচে রুহুল আমীনের মরদেহ দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এ সময় স্ত্রীকে আটক করা হয়। গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মীর মোহাম্মদ আব্দুন নাসের বলেন, নিহতের স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে, হত্যার সঠিক কারণ বের করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সাবেক মন্ত্রী নাহিদের কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

শুধু হেডিং ও ছবি লীডের নিচে
ছবি: নাহিদ

সিলেট প্রতিনিধি, ২৬ অক্টোবর ২০২৪ : ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন বা অর্থপাচারের অভিযোগে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশন থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সিলেট-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী থাকাকালে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। নিজ নামে উত্তরা আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাটসহ ৫ কাঠা জমি, নিকুঞ্জ আ/এ ৩ কাঠা জমি, তার একক ও যৌথ মালিকানায় সিলেট বিয়ানীবাজারে অকৃষি জমি, তার নামে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা ও অন্যান্য বিনিয়োগ, তার নামে স্ত্রীর নামে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ব্যাংকে জমা; গাড়ি ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৮-৪৪০০ রয়েছে। তার ভাই যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ডা. নজরুল ইসলাম এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বন্ধু কামাল আহমদের মাধ্যমে বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার করেছেন। মন্ত্রী থাকাকালে ঠিকাদারদের থেকে কোটি কোটি টাকা কমিশনের বিনিময়ে হাতিয়েছেন। তার নিজ নামে, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নামে-বেনামে সম্পদ অর্জন করেছেন।

আমিরাতে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আরও ৩০০

নিষেধাজ্ঞা। তবু লন্ডনে আলিশান এপার্টমেন্টে বসবাস করছেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। যে বাড়িতে তিনি বসবাস করছেন তার বাজারমূল্য এক কোটি ৪০ লাখ ডলার। আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের (আই-ইউনিটে) এক অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে এসব তথ্য। তারা দেখতে পেয়েছে ওই এপার্টমেন্টের বাইরে হাঁটাহাঁটি করছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ওদিকে অনলাইন গার্ডিয়ানে বলা হয়েছে, তার বিপুল পরিমাণ সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লন্ডনের এস্টেট এজেন্ট, আইনজীবী ও ঋণদাতাদের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন একাধিক বৃটিশ এমপি। আর্থিক দুর্নীতি তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এই আহ্বান জানানো হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। এর আগে আল জাজিরাই তার সম্পদের তথ্য ফাঁস করে রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু তার বাইরে সাবেক এই মন্ত্রীর আরও সম্পদের তথ্য পেয়েছে আল জাজিরার ওই তদন্ত টিম। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার আদেশ দিয়েছে ঢাকার কর্তৃপক্ষ। তার এসব বিনিয়োগের বিষয়ে তদন্তও চলছে। এ ছাড়া বিগত সরকারের বহু সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। আল জাজিরার আই-ইউনিটের পক্ষে তদন্ত শেষে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান এবং উইল থর্ন। তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে আল জাজিরার আই-ইউনিটের সাইটে। এতে বলা হয়েছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী বহু কোটি ডলার বৃটেনে পাচার করেছেন। এর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা। তার বিরুদ্ধে আদালত দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু সাইফুজ্জামানকে লন্ডনে তার বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট ব্লকের কাছাকাছি হাঁটতে দেখা গেছে। এ দৃশ্য ধারণ করেছে আই-ইউনিট। ওই এপার্টমেন্ট ব্লকে তার আছে ৬টি ফ্ল্যাট। যার মূল্য ৯০ লাখ ডলারের উপরে। বৃটেনে প্রপার্টি সাম্রাজ্যে তিনি যে বিনিয়োগ করেছেন দুর্নীতির মাধ্যমে, এটা তার একটি ছোট্ট অংশ মাত্র। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্রে তার আরও শত শত সম্পদ আছে। এগুলোর সঙ্গে লন্ডনের ওই এপার্টমেন্টগুলো বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনকে আদালত জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে।

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় বিবিসিখ্যাত প্রয়াত পাঁচ সাংবাদিককে

সাংবাদিকদের কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, দৈনিক প্রথম আলোর সাবেক পরামর্শক সম্পাদক কামাল আহমেদ, সাপ্তাহিক জনমত এর সাবেক নির্বাহী সম্পাদক দানেস আহমেদ, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক নতুন দিন-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি খুররম মতিন, প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট নবাব উদ্দিন, চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মিলন, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী ও সাংবাদিক আব্দুল মুনিন জাহেদী ক্যারল প্রমুখ।

তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে প্রয়াত পাঁচ সাংবাদিকের কর্মনিষ্ঠা, বন্ধুত্ব, সহকর্মীদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের মমতার কথা। এ সময় ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। সভায় কবিতা পাঠ করেন সাংবাদিক ঊর্মি মাযহার ও কবি সারওয়ার-ই আলম ।

বিবিসি বাংলার সাবেক সাংবাদিক কামাল আহমেদ বলেন, মূলত পাঁচজন নয়, সৈয়দ আফসার উদ্দিনসহ বিবিসি বাংলার ছয়জন প্রয়াত সাংবাদিকের মধ্যে একটি বিষয়ে অভিন্ন মিল ছিল, আর তা হলোচ্চব্রিটেনে বাংলা ভাষা, শিল্পকলা-সাহিত্য চর্চা ও প্রসারে তাঁরা প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শুধু সাংবাদিকতাই নয়, এর বাইরেও তাঁদের কিছু না কিছু অবদান আছে। ঊর্মি রহমান ব্রিটেনে বাংলা ভাষার প্রচলনের জন্য এখানে তিনি অনেক ভূমিকা রেখেছেন। গোলাম মুরশিদ বাংলা বই যেমন লিখেছেন, তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রসার-সাহিত্য এবং ইতিহাস নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন । তিনি ছিলেন শিক্ষক ।শাহীন জামান শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ।সাংবাদিকতা ছাড়াও নাটক, সঙ্গীত আয়োজনে তাঁর ভূমিকা ছিলো উল্লেখ্য করার মতো । কাদের মাহমুদ লেখক হিসাবে শুধু ব্রিটেনে নয়, বাংলাদেশে ভূমিকা রেখেছেন ।এঁদের সবার ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। গোলাম কাদের ব্রিটেন বাংলা পাড়ায় এবং ব্রিটেনের বাইরে কম্পিউটারে বাংলা ফন্ট ব্যবহারের প্রচলন শুরু করতে ভূমিকা রেখেছেন।

সাপ্তাহিক জনমতের সাবেক সম্পাদক নবাব উদ্দিন বলেন, গত এক বছরে আমরা ছয় জন গুনি সাংবাদিককে হারিয়েছি, এটা সত্যি আমাদের জন্য দুঃখজনক। আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ।তিনি বলেন, গোলাম কাদেরের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক ছিলো, শেষ দেখা হয় বাংলাদেশ বিমানে ।সাংবাদিক গোলাম মুরশিদ বাংলা ভাষার পন্ডিত ছিলেন । মালবারি স্কুলের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন, মারবারি স্কুলে থাকাকালীন এ লেভেল এবং জিসিএসই শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি মালবারি গুচ্ছ প্রকাশ করেন যা বাংলা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সাপ্তাহিক জনমত মালবারি গুচ্ছ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে। বইগুলো বাঙালির জীবন কাহিনী নিয়ে সরল ভাষায় রচিত। একইসঙ্গে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে অভিধান রচনা করেন । রুপসী বাংলা ডিকসনারী তৈরী ও 'কালাপানির হাতছান নামে একটি বই লেখেন যা বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঊর্মি রহমান সম্পর্কে নবাব উদ্দিন বলেন, তাঁর সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক ছিল ।কাদের মাহমুদ সম্পর্কে তিনি বলেন, জনমতে থাকাকালে কাদের মাহমুদ সাহিত্য পাতা চালু করে লন্ডনে বাংলা সাহিত্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । তিনি পঞ্চাশটির মতো বই রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক ।শাহীন জামানের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিলো, তিনি ছিলেন আমার বন্ধুর মতো ।তার সাথে অনেক কাজ করেছি, নাটক করেছি । তাঁর মৃত্যুর পর আমি দাফন-কাপন থেকে শুরু করে চেষ্টা করেছি সধ্যমতো সবকিছু করার।

সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী গোলাম কাদের সম্পর্কে বলেন, তাঁর প্রতি বিলেতের বাংলা গণমাধ্যমকর্মীদের অনেক ঋণ রয়েছে । বাংলা কাগজগুলোতে বাংলা ফন্ট ব্যবহারের কাজটি তিনি খুব সহজ করে দেন । তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে দেন কীভাবে সহজে বাংলা ফন্ট বিজয় ব্যবহার করা যায় ।বাংলা ফন্ট নিয়ে বিপদে পড়লে উনাকে ডাকতাম।

ঊর্মি রহমান সম্পর্কে মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ খুব নিবিড় ছিল । ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত আন্তরিক ও সদালাপী মানুষ ছিলেন তিনি। পনের বছর আগে প্রেস ক্লাবের একটি নির্বাচনে তিনি নির্বাচন কমিশনার হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন । প্রেস ক্লাবের যে ক'জন সদস্য নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ।

লন্ডন-বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মহিব চৌধুরী বলেন, গোলাম কাদের একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন নিরপেক্ষতা এবং ভ্যালেন্স বজায় রেখে যতটা কাজ করা যায় তা তিনি করতেন ।এটা হয়তো বিবিসির প্রভাব হতে পারে । তিনি অত্যন্ত অনেস্ট মানুষ ছিলেন।

লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, ৭০/৮০ এর দশকে যারা সাংবাদিকতা করেছেন তাদের সাথে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। গত ১০/১২ বছরে একটা জেনারেশন মিডিয়াতে তৈরি হয়ে গেছে যারা ৭০/৮০ দশকের সাংবাদিকদের ততটা চিনেন না ।প্রয়াত পাঁচজন সাংবাদিকের সাথে সাপ্তাহিক জনমত ও নতুন দিনের সুত্রে গত ৩০/৪০ বছর ধরে সম্পর্ক গড়ে উঠে । আমরা এসব গুনি সাংবাদিকদের স্মরণ করছি, দোয়া করেছি আল্লাহ উনাদের মাফ করে দেন । আমরা লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাব অন্যান্য সিনিয়র সাংবাদিকদের সহযোগিতায় তাদের স্থায়ীভাবে স্মরনে রাখতে কিছু ভূমিকা রাখবো।

সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ বলেন ঊর্মি রহমান, গোলাম কাদের, কাদের মাহমুদ, গোলাম মুর্শেদ ও শাহীন জামান এই পাঁচজন সাংবাদিক স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং গুনি ছিলেন। তারা সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রচার এবং প্রচারে অন্যন্য ভূমিকা রেখেছেন, এজন্য তঁরা বাংলাদেশী কমিউনিনিতে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

শোকসভা শেষে প্রয়াত পাঁচ সাংবাদিকের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় ।নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নজরবন্দি

গতিবিধি অনুসরণ করার জন্য বিশেষ ক্যামেরা বসানো হয়েছে।
সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি এখন কী করবেন তা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। ঘন ঘন তার কাছে খবর যাচ্ছে, দেশের মানুষ তাকে রাষ্ট্রপতি পদে দেখতে আর চায় না। যে কারণে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভুগছেন। বুঝে উঠতে পারছেন না এখন কী করতে হবে তাকে। এ ছাড়া তিনি বুঝে গেছেন তিনি এখন বিশেষ ব্যবস্থার বেড়াজালে বন্দি। তার সঙ্গে যেন কেউ সহজে যোগাযোগ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বঙ্গভবনের অনেকের টেলিফোন বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে সেনাপ্রধান যদি দেখা করতে চান, সে ক্ষেত্রে আগাম বিশেষ সিগন্যালের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যেভাবে সংকট সৃষ্টি হলো

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তার কাছে এ সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই। সাক্ষাৎকারটি শনিবার (১৯ অক্টোবর) মানবজমিন পত্রিকাটির রাজনৈতিক ম্যাগাজিন সংস্করণ 'জনতার চোখ'-এ প্রকাশিত হয়।
মতিউর রহমান চৌধুরীর মতে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র যদি সত্যিই জমা দেওয়া হয়, তাহলে সেটির অনুলিপি কারও না কারও কাছে থাকার কথা। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালালেও এর খোঁজ কেউ দিতে পারেনি তাকে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেও যোগাযোগ করা হয়েছে, যেখানে সাধারণত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। তাই শেষমেশ রাষ্ট্রপতির কাছেই সরাসরি এর উত্তর জানার সুযোগ মেলে।
গত ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের মুখে দেশত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবিধানের ৫৭ (ক) ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, তার কাছে শেখ হাসিনার কোনো পদত্যাগপত্র বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ পৌঁছায়নি।
রাষ্ট্রপতির ভাষ্যমতে, 'আমি বহুবার পদত্যাগপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। হয়তো তার সময় হয়নি।'

পদত্যাগ বা অপসারন প্রক্রিয়া কী

সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গত ২ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন। ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু গ্রেফতার হয়ে কারাগারে। এর আগে গত ৬ আগস্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
দেশের এই অবস্থায় আইন ও সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে কি না, সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ করার পর রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বা প্রক্রিয়া কী হবে?
এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও আইনের শিক্ষকরা বলছেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর 'আইন ও সংবিধানের' বিষয়টিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ফলে 'জনআকাঙ্ক্ষার' আলোকে রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে অন্য কাউকে সে পদে বসাতে চাইলে সেটি অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সরকার পরিবর্তনের পর দেশের সংবিধান স্থগিত করা হয়নি।
এদিকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং কে হচ্ছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি এসব নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন।
রাষ্ট্রপতির অপসারণ প্রক্রিয়া কী হবে এবং পদত্যাগ করলে কার কাছে জমা দেবেন এ বিষয়ে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক মিডিয়াকে বলেন, 'বিষয়টি খুবই জটিল। তবে সময়ের আলোকে সম্পূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।'

স্বেচ্ছায় চলে গেলে সমস্যা নেই

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল শপথ নেন মো. সাহাবুদ্দিন। তার পদত্যাগের বিষয়ে সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় চলে গেলে সাংবিধানিক কোনো সমস্যা নেই। স্পিকার যেহেতু নেই, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র কার কাছে দেবেন? পদত্যাগপত্র দিতে হলে প্রধান উপদেষ্টাকে (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) দেবেন।'

নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হবে কীভাবে

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসানুল করীম বলেন, 'রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। যদিও স্পিকার পদত্যাগ করেছেন। এখানে দুটো আর্টিক্যাল জরুরি, আর্টিক্যাল সেভেনটি ফোর সাব-আর্টিক্যাল সিক্স, তার সঙ্গে পড়তে হবে আর্টিক্যাল ফিফটি ফোর।'
সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের ৬ ধারায় বলা আছে, এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলি সত্ত্বেও ক্ষেত্র মতো স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রয়েছেন বলে গণ্য হবে। তাহলে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হবেন কীভাবে এমন প্রশ্নের জবাবে আহসানুল করীম বলেন, 'রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হয় না। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ শুধু সংসদ করতে পারে।'

ডকট্রিন অব নেসেসিটি অনুযায়ী পদত্যাগ করবেন

ছাত্র-জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে প্রক্রিয়া কী হবে এমন প্রশ্নের জবাবে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সংবিধান সংরক্ষণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, 'ছাত্র-জনতার দাবির কাছে উনি (রাষ্ট্রপতি) পদত্যাগ করবেন। ডকট্রিন অব নেসেসিটি (প্রয়োজনীয়তার মতবাদ) অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিবেন, প্রধান উপদেষ্টা গ্রহণ করবেন।'
সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, "গত ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।' এরপর ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্সও পাঠিয়েছেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। সরকার নেই, কাজেই কী করা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায় কি না? এতগুলো ধাপ পার হওয়ার পর সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছে এ ধরনের সাক্ষাৎকার দেওয়া রাষ্ট্রপতির পদের সঙ্গে যায় না।"

রাষ্ট্রপতি মিথ্যাচার করেছেন: আইন উপদেষ্টা

রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল সোমবার (২১ অক্টোবর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং উনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, উনি নিজেই ৫ আগস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পেছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী উনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন।'

সরকারকে বিব্রত না করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করে অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত না করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সোমবার (২১ অক্টোবর) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উপ-প্রেস সচিব শিপলু জামানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানান তিনি।
সতর্ক অবস্থানে বিএনপি ও জামায়াত
এদিকে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা রাষ্ট্রপতির তীব্র সমালোচনা করলেও তার পদত্যাগ কিংবা অপসারণের দাবির প্রশ্নে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

হত্যা, নির্যাতন, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানা অপরাধ

দেশ ডেস্ক, ২৬ অক্টোবর ২০২৪ : ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ২৩ অক্টোবর বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রলায় থেকে গেজেট জারি করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংগঠনটিকে। ছাত্রলীগ তার বিভিন্ন নেতাকর্মীদের কর্মকাণ্ডে কারণে নানা সময় সমালোচিত হয়েছে।
ধর্ষণ ও লুণ্ঠন
সংগঠনটি প্রায় সময় ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, খুন, লুটপাট, যৌন সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা দুর্ধর্ষ ক্যাডার জসিমউদ্দিন মানিক ১০০ ছাত্রীকে ধর্ষণের 'সেঞ্চুরি উৎসব' পালন করেছিল।
আবু বকর হত্যাকাণ্ড
আবু বকর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি স্যার এ এফ রহমান হলে সিট দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় আহত হয়ে এক দিন পর মারা যান।
জুবায়ের হত্যাকাণ্ড
জুবায়ের আহমেদ ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। ২০১২ সালের ৮ জানুয়ারি ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তঃকলহে বিরোধী পক্ষের হামলায় আহত হয়ে এক দিন পর মারা যান। এই ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড এবং দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।
বিশ্বজিৎ দাস হত্যাকাণ্ড
ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসাত্মক এবং আইনবিরোধী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে এই ছাত্রসংগঠনটি দেশের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় যখন এই সংগঠনের কিছু সদস্য বিশ্বজিৎ নামের একজন দর্জি দোকানিকে হরতাল চলাকালে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাতের সময় কয়েকটি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বিশ্বজিৎ সে সময় হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।
পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় জড়িত কয়েকজন ছাত্রলীগকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে মামলা করা হয়। বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২১ জন কর্মীর মধ্যে আটজনকে মৃত্যুদ–ের আদেশ দেওয়া হয়। বাকি ১৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন আদালত।
এহসান রফিক নির্যাতন
২০১৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী দ্বারা নির্যাতিত হন। এতে তার চোখের কর্ণিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কোটা সংস্কার আন্দোলন
২০১৩, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করে এবং আন্দোলকারীদের ওপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ১৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর সহিংসতার অভিযোগও রয়েছে।
নিরাপদ সড়ক আন্দোলন
শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন ও অবরোধ করতে চাইলেও দুর্ঘটনার পরদিন থেকেই পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করে; পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগ ও তৎকালীন আওয়ামী সরকার-সমর্থক যুবকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে। এদিকে ২, ৪, ৫ ও ৬ তারিখ ছাত্রলীগসহ তৎকালীন আওয়ামী সরকার-সমর্থক যুবকরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও সংবাদ-সংগ্রহে-যাওয়া সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ করে; সেসব সংঘর্ষে প্রায় দেড় শতাধিক জন আহত হন; পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের প্রতি নির্বিকার থাকলেও বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের দমাতে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে। প্রায় ১১৫ জন শিক্ষার্থী ও ১৫ জন সাংবাদিক আহত হন।
আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড
বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে তার জড়িত থাকা নিয়ে সন্দেহ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা তাকে পিটিয়ে হত্যা করে।
সিলেটে গৃহবধূ ধর্ষণ
২০২০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটের শাহ পরাণের মাজার ভ্রমণ করে ফেরার পথে মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্রাবাসে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়। স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের এই ঘটনায় ৬ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়, যাদের সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ঘটনার পর পলাতক আসামিদের কয়েকজনকে দ্রুত গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় পুলিশ।
ঢামেকে শিক্ষার্থী নির্যাতন
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি হলে ইন্টার্ন চিকিৎসক এ এস এম আলী ইমাম শীতলকে তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত রড দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করাসহ হাঁটুর নিচের হাড় ভেঙে দেয়। মাথায় আঘাতের ফলে বমি শুরু হলে তাকে বের করে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে কলেজ ছাত্রলীগ এবং ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের নেতারা জড়িত। শীতল ঢামেক ছাত্রলীগের সাবেক উপদপ্তর সম্পাদক। [সূত্র : উইকিপিডিয়া]
অবশেষে নিষিদ্ধ
গত বুধবার ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন অ্যাখ্য দিয়ে নিষিদ্ধ করেছে সরকার। জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক শাখা-২-এর সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বিগত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হত্যা, নির্যাতন, গণরুমকেন্দ্রিক নিপীড়ন, ছাত্রাবাসে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নসহ নানা জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং এতৎসম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য দেশের সব প্রধান গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং কিছু সন্ত্রাসী ঘটনায় সংগঠনটির নেতাকর্মীদের অপরাধ আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে; এবং যেহেতু ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে উন্মত্ত ও বেপরোয়া সশস্ত্র আক্রমণ করে শত শত নিরপরাধ শিক্ষার্থী ও ব্যক্তিদের হত্যা করেছে এবং আরো অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে; এবং যেহেতু সরকারের নিকট যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যে ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক, ধ্বংসাত্মক ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে; সেহেতু সরকার 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯'-এর ধারা ১৮-এর উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং ওই আইনের তফসিল-২-এ 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নামীয় ছাত্রসংগঠনকে নিষিদ্ধ সত্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করল।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এগারোতম মুসলিম চ্যারিটি রান

ক্যাটাগরিতে ৩জন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারি ১৮ জনের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনুর্ধ ১২ বছর বয়স ক্যাটাগরীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে আদম, হামজা মিয়া ও ওসমান খালেদ । ১৩-১৭ বছর বয়স ক্যাটাগরিতে ওমর সালেহ, হামজা কারা ও আকমাদ কামিলভ । ১৮-৩০ বছর

বয়স ক্যাটাগরীতে আহমদ হাসান, ফ্লাভির ও আরিফ কাইফ। ৩১-৪৫ বয়স ক্যাটাগরীতে আব্দুল্লাহ খিজিতো, সাঈদ হাকুর ও মোতালিব মিয়া । ৪৬-৫৫ বয়স ক্যাটাগরীতে আব্দুল মুহিদ, ফয়সাল আহমদ ও কাসিম চৌধুরী । ৫৬ উর্ধ বছর বয়স ক্যাটাগরীতে প্রথমস্থান অর্জনকারি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দ্বিতীয় হয়েছেন সাঈদ ইসমাইল ও তৃতীয় হয়েছেন মোহাম্মদ আবাল ফাত্তাহ।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই পর্বে আনুষ্ঠনিকভাবে পুরস্কার তুলে দেন টাওয়ার হ্যামলেটেস কাউন্সিলের মেয়র লুৎফুর রহমান, ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড আব্দুল হাই মুর্শেদ, সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা, ট্রেজারার সৈয়দ তুহেল আহমদ ও ফান্ডরাইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী।

এসময় ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, এবারের চ্যারিটি রানে অনেক শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করেছে । পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের চ্যারিটি কাজে উদ্ধদ্ধ করছেন । এটা খুবই ভালো একটি দিক। তিনি আরো বলেন, এই কর্মসূচির লক্ষ্য শুধু ফান্ডরেইজিং নয়, কমিউনিটির মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। অনেকেরই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিয়মিত দৌড়াদৌড়ির অভ্যেস গড়ে ওঠেছে। শুরুতে একসাথে ৫ কিলোমিটার দৌড়ানোর পর পরবর্তীতে অভ্যাস করে নিয়েছেন। এখন প্রতিদিনই সকালে নিয়মিত দৌড়েন এবং হাঁটেন। মানুষের মধ্যে শারিরীক ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলিম চ্যারিটি রান সত্যিকার অর্থে একটি সফল কর্মসূচি। দিনদিনই এই কর্মসূচি আরো বড় হচ্ছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী বলেন, গত ১০টি চ্যারিটি রানের মাধ্যমে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থা ১ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে । আজকের চ্যারিটি রানের মাধ্যমে দেড় শ' হাজারের বেশি সংগ্রহ করেছে অংশগ্রহনকারী ৩৫ টি সংগঠন।

উল্লেখ্য, এবারের মুসলিম চ্যারিটি রানে স্পনসর ছিলো ইসলামিক রিলিফ, গ্লোবাল রিলিফ ট্রাস্ট, মুনতাদা এইড, হেলথ ইয়াতিম, হিউম্যান অ্যাপিল, মুসলিম এইড, সাবা রিলিফ, চ্যারিটি রাইট, গ্লোবাল এহসান রিলিফ, লঞ্চগুড, আল-খায়ের ফাউন্ডেশন, মুসলিম চ্যারিটি, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন, মুসলিম হেলপ ইউকে, সালাম চ্যারিটি, সারকার সলিসিটর্স, বামফোর্ড ট্রাস্ট ও এস.কে.টি ওয়েলফেয়ার ।তাছাড়া হেলথ স্টল সহযোগিতায় ছিলো ম্যাটার্নেল এইড অ্যাসোসিয়েশন।

এতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ সহ ৩৫ টি চ্যারিটি সংস্থা অংশগ্রহণ করে । চ্যারিটিগুলো হলো: ইস্ট লন্ডন মসজিদ, ব্লাকস্টোন চ্যারিটি, হিউম্যান এইড এন্ড এডভোকেসী, উম্মাহ এইড ইউকে, অরফান ইন নিড, থার্টিন রিভার্স ট্রাস্ট, ইস্ট আফ্রিকান এডুকেশন ট্রাস্ট, লন্ডন ইসলামিক স্কুল, সালাম চ্যারিটি, উম্মাহ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট, লুইশাম ইসলামিক সেন্টার, আল উবায়দা ফাউন্ডেশন, ইসলামিক রিলিফ, হেলপ ইয়াতিম, ফরেস্টগেইট সেন্ট্রাল মসজিদ, স্টেপনী শাহজালার মসজিদ, লননী অরফান্স, মুসলিম এইড, মুসলিম চ্যারিটি, মুসলিম হেলপ ইউকে, হাউজ অব গিভিং, হ্যামলেটসওয়ে মস্ক, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন, লন্ডন ইস্ট একাডেমি ও আল মিজান স্কুল, সাবীল, জাইমা পাউন্ডিং প্রোভার্টি, ও এইটথ ইস্ট লন্ডন স্কাউট।

‘সমকামী’ পরিচয়ে বাংলাদেশি যুবকের এসাইলাম আবেদন

তিনি সমকামী, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিচারক রায় বলেন, ‘আমি উপসংহার টানছি যে আপিলকারী প্রকৃতপক্ষে সমকামী নন, বরং তিনি সমকামীর ভান ধরার চেষ্টা করছেন।’

সমকামিতাকে ‘জীবনাচরণ’ হিসেবে বর্ণনা করে বিচারক বলেছিলেন, আশ্রয় প্রার্থনার আগে আপিলকারী সত্যিকারেই সমকামী ছিলেন-এমন কোনো নথিভুক্ত প্রমাণ নেই।

বিচারক আরও প্রশ্ন করেছিলেন, কেন ওই যুবক এমন কাউকে আদালতে নিয়ে আসতে পারেনি, যে তাঁর সমকামী আচরণের সঙ্গে পরিচিত এবং বিষয়টি প্রমাণ করতে পারতেন। বাংলাদেশি যুবকটি দুই সাক্ষী আদালতে হাজির করেছিলেন। বিচারকের মতে, আপিলকারী প্রকৃতপক্ষে সমকামী কি না, তা তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন না।

বাংলাদেশি যুবকের এলজিবিটিকিউ প্লাস প্রাইড ইভেন্ট এবং নাইটক্লাবে উপস্থিতি বিচারকের কাছে যথেষ্ট ছিল না। যুবকটির সমকামী পর্নোগ্রাফি দেখার ছবিও আদালতে পেশ করা হয়। তবে বিচারক বলেছিলেন, আদালতে পেশ করা সমকামী পর্নোগ্রাফি দেখার ছবিটি ‘সাজানো’ ছিল।

বিচারক আরও বলেন, ‘এটি স্পষ্ট যে আপিলকারীর নিজেকে সমকামী পুরুষ প্রমাণের লক্ষ্যে এই ছবি পেশ করেছেন। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত আয়োজন ও ভঙ্গিমা রয়েছে, যা আমার মতে, আপিলকারীর দাবির বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে দেয়।’

রায়ের পর, যুবকটি আবার হোম অফিসে আশ্রয় আবেদন করেন। তবে, হোম অফিস ২০১৮ সালের রায়ের ওপর ভিত্তি করে চলতি বছরের জুনে তাঁর আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

এখন যুবকটির জীবন অনিশ্চয়তায় রয়ে গেছে। তিনি আপিল আবেদনের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। রায় বিপক্ষে গেলে তাঁকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হতে পারে। সামাজিক ও পারিবারিক কারণে তিনি নিজের যৌনতার বোধ ও চর্চা বহু বছর ধরে এড়িয়ে চলতেন বলে ওই যুবক মেট্রোকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে জীবন ছিল খুবই চাপযুক্ত এবং ভয়াবহ। বিশেষ করে আমার যৌনতার কারণে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বাংলাদেশে সমকামী পুরুষ হিসেবে খোলামেলা জীবন যাপন করতে পারিনি। যদি কেউ জানতে পারত, তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হয়ে যেত। বাংলাদেশে থাকাকালে কেউ আমার যৌনতা সম্পর্কে জানত না। আমি যখন দেশ ছেড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় হলাম, তখনই মানুষ এ ব্যাপারে জানতে পারে।’ সূত্র : দ্য মেট্রো/আজকের পত্রিকা

মন্ত্রীত্বের একাংশ ছাড়লেন রুশনারা

আবাসন বিষয়ক উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যাবেন। গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বেঁচে যাওয়া ও শোকার্ত পরিবারগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন গ্রেনফেল ইউনাইটেড রুশনারাকে অপসারণের দাবি জানানোর পর তিনি দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দেন বলে সানডে টাইমস জানিয়েছে।

স্কাই লিখেছে, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা আর ব্যবসায়ীদের অনেকেই বার্ষিক পলিসি ফোরাম ‘ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ কলক’ এ অংশ নিয়ে থাকেন। রুশনারাও নিয়মিত সেখানে যেতেন।

এ আয়োজনে গত একযুগ ধরে (২০১২-২০১৪) কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেন সেন্ট-গোবাইনের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান পিয়েরে-আন্দ্রে ডি চ্যালেন্ডার। ওই ফরাসি কোম্পানি কিছুদিন আগেও সেলোটেক্সের বেশিরভাগ অংশের মালিক ছিল। আর এই সেলোটেক্সই গ্রেনফেল টাওয়ারের প্যানেলের পেছনে ব্যবহৃত দাহ্য ইনসুলেশন তৈরি করেছিল।

গ্রেনফেল তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব কোম্পানি ভবনের আবরণের জন্য ব্যবহার করা দাহ্য পণ্যগুলোকে অসৎভাবে ‘অগ্নি নিরাপদ’ দাবি করে সরবরাহ করেছিল-তার একটি সেলোটেক্স। এসব নির্মাণ সামগ্রী যে দাহ্য তা জানতো ওই কোম্পানি।

২০১৭ সালের ১৪ জুন স্থানীয় সময় ভোররাতে ২৪ তলা গ্রেনফেল টাওয়ারে অগ্নিকা– ৭২ জনের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে লন্ডনের আবাসিক ভবনে হওয়া সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সেটি।

তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষায় ভবনের বাইরে ফলস প্যানেলের পেছনে যে দাহ্য ইনসুলেশন ব্যবহার করা হয়েছিল, তার কারণেই সেখানে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে তদন্তকারীদের ভাষ্য।

এক বিবৃতিতে রুশনারা বলেন, মন্ত্রী হওয়ার আগে আমি ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ কলকের ফরাসি প্রতিনিধি দলকে সেন্ট গোবাইনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তবে আমি বুঝতে পারছি, তাদের (গ্রেনফেল ইউনাইটেডের) অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সে কারণেই আমার মনে হয়েছে, ভবন সুরক্ষা পোর্টফোলিও কারো কাছে হস্তান্তর করা ভালো।

তিনি বলেন, ভবনগুলোকে নিরাপদ করা এবং আরেকটি ট্র্যাজেডি যাতে না ঘটে, সে নিশ্চিত করা আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার এই কাজে উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের সবারই সমর্থন আছে। গত জুলাইয়ে টানা পঞ্চমবারের মত লেবার পার্টি থেকে এমপি হন সিলেটের মেয়ে রুশনারা আলী। বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড স্টেপনি আসনের এমপি তিনি। খবর : স্কাই নিউজ/যুগান্তর

একদিনে ৬ শতাধিক অভিবাসী যুক্তরাজ্যে

১০টি নৌকায় করে ৬৪৭ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যের উপকূলে পৌঁছেছেন। এ নিয়ে চলতি বছর দেশটিতে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ২৮ হাজার ছাড়িয়েছে।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফ্রান্সের পা-দ্যো-কালে অঞ্চলের ভিসঁ উপকূলে একটি শিশুর মৃত্যুর কথা জানানোর পরদিনই ছয় শতাধিক অভিবাসী ব্রিটেনে পৌঁছান।

ওই শিশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলতি বছর ফ্রান্স থেকে ছোট নৌকায় ব্রিটেনে পাড়ি জমাতে গিয়ে মারা গেছেন ৫২ জন। অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো বলছে, ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

শরণার্থী কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী এনভার সলোমন বলেছেন, গত তিন বছরের তুলনায় এ বছর ইংলিশ চ্যানেলে অভিবাসীদের প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে।

তিনি বলেন, মৃত্যুর মিছিল আর ট্র্যাজেডি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। কারণ এই অবস্থা চলতে থাকলে প্রাণহানি আরও বাড়তে থাকবে।

এদিকে, চ্যানেলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলেও অভিবাসীরা যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা থেকে বিরত হচ্ছেন না। চলতি বছরের ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ২৮ হাজার ২০৪ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অন্তত ৮ শতাংশ বেশি। তবে ২০২২ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। লেবার পার্টি যুক্তরাজ্যের ক্ষমতা আসার পর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ১৪ হাজার ৬৩০ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছেন। সংখ্যাটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় সমান এবং ২০২২ সালের তুলনায় ১০ হাজার কম। সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস/ঢাকাপোস্ট

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এগারোতম মুসলিম চ্যারিটি রান

১১ বছরে মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সংগ্রহ

লন্ডন, ২৫ অক্টোবর ২০২৪: ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ১১তম মুসলিম চ্যারিটি রান। এ উপলক্ষে গত রোববার (২০ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় পূর্ব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্ক বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষের পদচারণায় মুখিরত হয়ে ওঠেছিলো । ৩৫টি চ্যারিটির পক্ষে ১ হাজারের বেশি মানুষ ৫ কিলোমিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন । সংগ্রহ করেন দেড় শ' হাজারের বেশি ডনেশন।

মূল দৌড় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হলেও সকাল ৯টা থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হতে থাকেন অংশগ্রহণকারিরা। পার্কে পৌছার পর প্রত্যেককে চ্যারিটি রানের মনোগ্রামখচিত টি-শার্ট প্রদান করা হয়। এরপর দীর্ঘক্ষণ চলে ওয়ার্মিং আপ সেশন। সেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লন্ডন ইস্ট একাডেমির ছাত্র ইয়াহিয়া কাসুমা ।

দৌড় শেষে ৬ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

'সমকামী' পরিচয়ে বাংলাদেশি যুবকের এসাইলাম আবেদন

প্রত্যাখ্যান করলো ব্রিটিশ আদালত

দেশ ডেস্ক, ২৬ অক্টোবর ২০২৪ : বাংলাদেশে নিরাপত্তাহীনতার কারণে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় আবেদন করেছিলেন এক বাংলাদেশি 'সমকামী' যুবক। তবে যুক্তরাজ্যের আদালত তাঁর আশ্রয় আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, তিনি প্রকৃত সমকামী নন, বরং স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য ভান করছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য মেট্রো এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

৩৮ বছর বয়সী ওই বাংলাদেশি যুবকের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটে। নিজ দেশে সত্যিকারের সত্তাকে প্রকাশ করতে না পারায় তিনি ২০০৯ সালে স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাজ্য যান।

ওই বাংলাদেশি যুবক বছরের পর বছর আশ্রয় আবেদন ও প্রমাণ পেশ করে আসছিলেন। তবে ২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন বিরোধবিষয়ক প্রথম শ্রেণির একটি ট্রাইব্যুনাল যুবকটির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। আদালতের বিচারক জানায়, ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

মন্ত্রীত্বের একাংশ ছাড়লেন রুশনারা

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : সোয়া সাত বছর আগে লন্ডনের যে ভবনের অগ্নিকাণ্ড নাড়া দিয়েছিলে বিশ্বকে, সেই গ্রেনফেল টাওয়ার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানির অনুষ্ঠানে গিয়ে সমালোচনার মুখে দায়িত্বের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ সরকারের উপমন্ত্রী রুশনারা আলী।

স্কাই নিউজ লিখেছে, গৃহায়ণ, কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি রুশনারা আর ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন না। তবে তিনি আগের মতোই ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

একদিনে ৬ শতাধিক অভিবাসী যুক্তরাজ্যে

দেশ ডেস্ক, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : ফরাসি উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যুর পর একদিনে ছোট নৌকায় চেপে যুক্তরাজ্য পৌঁছেছেন ৬০০ জনেরও বেশি অভিবাসী। গত ১৮ অক্টোবর শুক্রবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই অভিবাসীরা যুক্তরাজ্যে পৌঁছান বলে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, ওই দিন ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আমিরাতে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আরও ৩০০ বাড়ি

ঢাকা, ২৫ অক্টোবর ২০২৪ : আছে দেশত্যাগে আদালতের ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোকসভা

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় বিবিসিখ্যাত প্রয়াত পাঁচ সাংবাদিককে স্মরণ

লন্ডন, ২৪ অক্টোবর ২০২৪ : লন্ডনে সহকর্মীদের আবেগঘন স্মৃতিচারণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হলো বিবিসির প্রয়াত পাঁচ বৃটিশ-বাংলাদেশী সাংবাদিককে। গত ১৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে আয়োজিত শোকসভায় এই গুণী সাংবাদিকদের স্মরণ করা হয় ।

এঁরা হলেন-উর্মি রহমান, গোলাম কাদের, কাদের মাহমুদ, গোলাম মুর্শিদ ও শাহীন জামান। প্রত্যেকেই ছিলেন বিবিসিখ্যাত সাংবাদিক, দীর্ঘদিন বিবিসির বাংলা বিভাগে কাজ করে সুনাম অর্জন করেন তাঁরা। একইসঙ্গে লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনমত ও নতুন দিনের প্রকাশনায়ও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সহকর্মীদের স্মৃতিকথায় উঠে আসে বিলেতে সাংবাদিকতা, বাংলা ভাষার চর্চা-বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্য ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk